আরাধনা।

ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক কবিতাবলী।

জনৈক বঙ্গমহিলা বিরচিত।

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার,

৬৩ নং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা,

৬৪।১ ও ৬৪।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট,

"দি লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আরাধনা

বিভুর সৃজন।

১

এ বিশ্বের ব্যাপারী আমরা,
লাভ শুধু জীবন মরণ ;
সুখ, দুঃখ, শোক, ভোগ,
সকলি সে বিভুর সৃজন।

২

মূলধন বিভুর সম্পদে,
হেসে কেঁদে করি যে ব্যাসাতি ;
তাঁহারি এ ভব বিপণিতে
তাঁহারে লইয়ে সাথে সাথী।

৩

বিভুর এ ধন-রত্ন আদি,
খাটা'য়ে করি যে বিকি কেনা ;
ব্যবসায়ে অংশী বটে তিনি,
কভু লাভ, কভু হয় দেনা।

৪

নিশাকালে চাঁদের জোছনা,
দিনে নেই রবির কিরণ ;
তারার আলোটি মিটি মিটি,
সেটিও সে বিভুর সৃজন।

৫

স্বেদ-অঙ্গে মৃদু ব'য়ে যায়,
ফুরফুরে মলয় পবন ;
তৃষা কণ্ঠ স্নিগ্ধ করে জল,
সকলি সে বিভুর সৃজন।

৬

তরুশাখে মধুময় ফল,
রসনায় করি আস্বাদন ;
সুখাবেশে হই জ্ঞানহারা,
তারা সেই বিভুর সৃজন।

৭

পরিমিত ক্ষুধার আহার,
ধরা'পরে শস্য অগণন ;
ক্ষুধা হরে ক্ষুধিতের যাহা,
তাহা সেই বিভুর সৃজন।

৮

আছে ভবে বিবিধ ঔষধি,
আধি ব্যাধি করিতে হরণ ;
পীড়িতের শান্তি তরে ভরা
ধরায়, সে বিভুর সৃজন।

৯

কানন বেড়িয়া ফোটে ফুল,
রূপাভায় তুষিতে নয়ন ;
ঘ্রাণে ঘ্রাণে অমিয় সঞ্চার,
ফুলহার বিভুর সৃজন।

১০

পঞ্চমেতে নিকুঞ্জ মাতা'য়ে,
মধুময় ভ্রমর-গুঞ্জন ;
কোকিল-কাকলি হরে তাপ,
তাপহর বিভুর সৃজন।

১১

সাগর উদরে নিরিবিলি,
আছে গুপ্ত মুকুতা রতন ;
যতন করিয়া লও তুলি',
ভুলিও না বিভুর সৃজন !

১২

রহিয়াছে মণি মণিময়,
অহি শিরে হইয়া গোপন ;
লভিতেও আছে অধিকার,
নিরাকার বিভুর সৃজন।

১৩

জলে স্থলে আছে নানারূপ,
মহামূল্য রজত কাঞ্চন ;
লইতে নাহি ত কোন ভয়,
দয়াময় বিভুর সৃজন।

১৪

হইয়াছে মানব আকারে,
নশ্বর এ দেহের গঠন ;
তার মাঝে আছে বহু ধন,
ধনবান বিভুর সৃজন।

১৫

মানবের দেহ লয়ে হেথা,
বিভুর লইয়ে কড়ি পাতি,
আনমনে মনের মতন,
ভবহাটে করি যে ব্যাসাতি।

১৬

যাঁহার ধনেতে আয়োজন,
করিলাম পণ্য শত শত,
বেচা কেনা করিতেই সব,
সমূলে আসল হলো কত।

১৭

কেমনে লাভের ভাগে আর,
বুঝাইব ধনী মহাজন ;
ভাবিয়া লইব লাভালাভ,
ভবধব বিভুর স্বজন।

আকাশ।

১

কে তুমি গো ঊর্দ্ধদেশে করিছ বিরাজ ;
যখনি নিরখি, দেখি, বিশাল হৃদয়
পাতিয়া রেখেছ, যেন সাধিতে কি কাজ ;
শূন্য মাঝে এক ছাঁচে রয়েছ অক্ষয় ।

২

কতদূরে আছ তুমি কি জানি গগন ;
চোখে মাত্র দেখি তব অনন্ত মূরতি ;
মাঝে মাঝে নানা সাজে হও বিভূষণ,
তারাপুঞ্জ করে আসি সাঁজের আরতি ।

৩

শশাঙ্ক তোমার অঙ্কে করি আরোহণ,
বিমল জ্যোতির মালা পরায় গলায় ;
সুধাহার পরিহার করিয়া তখন,
অকাতরে দাও ফেলে অবনীর গায় ।

৬ পৃষ্ঠা ।

৪

তরুণ অরুণ আসে তোমার সদনে ;
হাসি হাসি তমঃ নাশি অতিথির প্রায় ;
আশ্রয় পাইয়া শেষে আরক্ত নয়নে,
মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ডকরে দগ্ধে তব কায়।

৫

তাতেও অক্ষুণ্ণ তুমি, ভিন্ন ভাব নাই,
অবিকৃত থাক নভঃ আপনার স্থলে ,
প্রভাকরে শান্ত করে', দেখিবারে পাই,
যতন করিয়া স্থান দাও অস্তাচলে।

৬

দেখি যে অশনি-গর্ভ জলধর কুল,
দীনবেশে আসে বটে আকাশ আলয়ে ;
দিন পেয়ে কিন্তু হায়, হয়ে প্রতিকূল,
কুলিশ প্রহার করে তোমার হৃদয়ে।

৭

আহা মরি, জর জর হৃদয় তোমার,
বজ্রের তাড়নে হয়, হে নভোমণ্ডল !
সহিতে না পারি হেন যাতনা অপার,
নয়ন-আসারে তাই ভাসাও ভূতল।

৭ পৃষ্ঠা।

৮

বিদ্রূপ-বিদ্যুৎ-হাসি হাসি জলধর,
তর্জ্জন গর্জ্জন কত করে গো তোমায় ;
তোমার ভাণ্ডারে রত্ন হরিয়া তস্কর,
ঊর্দ্ধশ্বাসে গুপ্তবাসে ছুটিয়া পালায়।

৯

চলে গেলে মেঘ দুষ্ট দেখি গো আবার,
যে তুমি সে তুমি আছ, অনন্ত, অটল,
সেই রত্নে রত্নাকর, পূর্ণ সে ভাণ্ডার,
প্রফুল্ল আনন সেই, ভুলেছ সকল।

১০

বিচিত্র চরিত্র তব, কে তুমি আকাশ,
কেন গো অনন্ত বলে' ঘোষে তব নাম ?
বুঝিলাম, আদি অন্ত যাহাতে বিকাশ ;
অনন্তময়ের সেই এ অনন্ত ধাম।

শ্মশান।

১

নিরখি মূরতি তব শিহরে পরাণ ;
বসতি ভীষণ দেশে,
কে তুমি গো যোগিবেশে,
বলহ শ্মশান ?

২

কে গো তুমি নিশি দিন অনন্ত শয়নে ;
বিশাল হৃদয়' পরে,
কঙ্কালের মালা ধরে'
আছ কি কারণে ?

৩

ভসমে ভূষিত দেখি, তব কলেবর,
শকুনি গৃধিনী শিবা,
রয়েছে যে নিশি দিবা,
হ'য়ে সহচর।

৪

মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালা চন্দ্রমা কিরণ,
হিমানী বাদল বায়,
তব অঙ্গে ব'য়ে যায়,
নির্ব্বিকার মন।

৫

অর্দ্ধদগ্ধ বাস, বাস করে স্কন্ধদেশে,
ধরি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
আছ ওগো যোগিবর,
কাহার উদ্দেশে ?

৬

বুঝিলাম, রে শ্মশান ! তুমি অন্তধাম ;
জীবের চৈতন্য তরে,
দেখাও এ বেশ ধরে,
এই পরিণাম।

তুমি আমারই বটে।

১

তুমি আমারই বটে।
চিন্তা করি চিন্তা সনে,
বিচারি বিচারি মনে,
তুমি ছাড়া নাহি কেহ সম্পদে সঙ্কটে ;
বুঝিলাম প্রভু তুমি, আমারই বটে।

২

তুমি, আমারই বটে।
যখনি নয়ন খুলি,
পলকে পলক তুলি,
হেরি নানা মূর্ত্তি আঁকা আকাশের পটে ;
ভাবি মনে প্রভু তুমি, আমারই বটে।

৩

তুমি আমারই বটে।
যখন যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অরণ্য, ভূধর কিবা জলধির তটে ;
সর্ব্বময় বিভু তুমি, আমারই বটে।

৪

তুমি আমারই বটে।
তুমি জল, তুমি স্থল,
তুমি সেই হিমাচল,
তুমিই রয়েছ মম দূরে কি নিকটে ;
তাহ'লে ত প্রভু, তুমি আমারই বটে।

৫

তুমি আমারই বটে।
বিভিন্ন মূরতি তব,
নানারূপে ভবধব,
নিরখি অর্ণব যানে অথবা শকটে ;
তবে প্রভু, সত্য তুমি আমারই বটে।

৬

তুমি আমারই বটে।
আকাশ পাতাল ভূমি,
যোগাশ্রমে সেই তুমি,
বিরাজ হে পুণ্য তীর্থে, মোহান্তের মঠে ;
নাহিক সংশয়, তুমি আমারই বটে।

৭

তুমি আমারই বটে।
কিবা মন্দ কিবা ভাল,
কিবা শুভ্র কিবা কাল,
জরদ, রক্তিম, নীল, পীত, ভায়লটে
রহিয়াছ, তবে, তুমি আমারই বটে।

৮

তুমি আমারই বটে।
আছ বাঁধা দয়া সনে,
নিরদয় আচরণে,
বিরাজিত সমভাবে সরলে, কপটে ;
বলিব না কেন, তুমি, আমারই বটে।

৯

তুমি আমারই বটে।
তুমি শিব, তুমি শক্তি,
তুমি মোহ, তুমি, ভক্তি,
তুমিই তরলে ছিলে ধূর্জ্জটীর জটে ;
এতেও কব না, তুমি আমারই বটে ?

১০

তুমি আমারই বটে!
তুমি অর্থ, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি ব্যর্থ, তুমি কর্ম্ম,
ফলাফল পাপ পুণ্য তব নামে রটে;
আমার, আমার, তুমি, আমারই বটে!

১১

তুমি, আমারই বটে!
তুমিই তস্কর চোর,
তুমি আলা, তুমি ঘোর;
বিশ্বরূপে কূপে স্তূপে নিবস প্রকটে;
প্রচণ্ড হলেও, তুমি আমারই বটে!

১২

তুমি আমারই বটে!
তুমি কটু, তুমি তিক্ত,
তুমি অম্লরস-সিক্ত,
তুমি লবণাক্ত জলে, মধুরে বিকটে;
বিশ্বাস হয়েছে, তুমি আমারই বটে!

১৩

তুমি আমারই বটে।
তুমি বৃন্দাবনে আসি,
বাজাও মোহন বাঁশী,
অবতার ল'য়ে ছলে প্রকাশো লম্পটে ;
কৃষ্ণ কেশী-হর, তুমি আমারই বটে।

১৪

তুমি আমারই বটে।
তুমি শ্যাম হ'লে রাম,
লক্ষ্মণ সে বলরাম,
তুমিই মন্থরা রূপে প্রচারিলে শঠে ;
অপরূপ প্রভু, তুমি আমারই বটে।

১৫

তুমি আমারই বটে।
তুমি আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
বিরাজিত সর্ব্বদাই,
নিরাকারে, সাকারে কি আছ সর্ব্ব ঘটে ;
বিশ্বেশ্বর প্রভু, তুমি; আমারই বটে।

জয় রাধে!

১

'জয় রাধে,' বলে' এলো ধেয়ে,
শীর্ণকায়া ভিখারিণী মেয়ে,
শত গ্রন্থি ছিন্ন বাস
পরণে, না ঢাকে পাশ,
আলু থালু রুখু কেশ, নাহি তৈল পেয়ে;
পেটে নাহি অন্ন জল,
ক্ষুধা তৃষা হরে বল,
তবু 'জয় রাধে,' বলে' ভ্রমে ভিক্ষা চেয়ে।

২

মুখে নাহি সরে অন্য কথা,
কণ্ঠস্বরে পরকাশে ব্যথা,
শুধু 'জয়রাধে' বুলি,
বলিতে মুখটি খুলি,
আধভায়ে, পরবাসে উপনীত যথা;
অনেক যাতনা সহে,
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে রহে,
স্থিরনেত্রে, মৃতপ্রায়, সংজ্ঞাহীন তথা।

৩

কি যে কহে 'জয়রাধে' বলে,
মনোভাব পরকাশি ছলে,
কি দুখে কাতর হিয়ে,
তুষিবে কি ধন দিয়ে,
ভিখারিণী মেয়ে অই দাঁড়ায়ে বিহ্বলে ;
হায়রে কপালপোড়া,
কেহ বলে হাত জোড়া,
নিরাশায় শূন্য মনে ফিরে যায় চলে' ;
যদি হয় ভাগ্য জোর,
কেহ দেয় মুষ্টি ভোর
চাল এনে, ভিখারিণী মেয়ের আঁচলে।

৪

দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া,
বলে নাম বদন ভরিয়া,
'জয় রাধে, জয় রাধে,
পূরা বিষাদের সাধে,
বিশ্ববাসী জনে মাগো দে দেখি স্মরিয়া ;
তুয়া লাগি 'জয় রাধে !
ভিখারিণী মেয়ে কাঁদে,
বলে দে মা, ভিক্ষা দিতে অঞ্জলি ভরিয়া।

১৭ পৃষ্ঠা।

৫

'জয়রাধে' বলে' ইশারায়,
ভিখারিণী মেয়ে ভিক্ষা চায়,
জানে মেয়ে, রাধানাথ,
বাঁধা আছে রাধা সাথ,
তাই 'জয়রাধে' বলে' আরাধে রাধায়,
প্রকৃতি আকৃতি রূপে,
বেঁধেছে যে বিশ্বভূপে,
তাঁর জয় গেয়ে হবে সুসার আশায়;
রাধানাম পরকাশি,
ভিক্ষা দিবে বিশ্ববাসী,
পূরাবে উদর, কণ্ঠ তুষিবে তৃষায়।

৬

শ্রীরাধিকা রূপে তুমি মায়া,
প্রকৃতি রাধার ধর কায়া,
যাচিতেছে মায়া তাই,
মুখে অন্য বুলি নাই,
'জয় রাধে' বলে' পাবে করুণার ছায়া;
বলিবে না ভিক্ষা দাও,
কবে না ফুটিয়া তাও,
মানবে কহিয়া দে মা, রাধে, হরিজায়া!

৭

ভিখারিণী মলিন বদন,
দাঁড়াইয়া আমার সদন,
কি ভিক্ষা দিব গো তাই,
ভাবি নাহি কূল পাই,
শূন্য সে ভাণ্ডার মম নাহিক রতন ;
দেহ শূন্য নাহি বল,
গেহ শূন্য নাহি জল,
'জয় রাধে', ভিক্ষা দেগো মনের মতন।

আমি একাটি।

১

এখানে, আমি একাটি !
উদাস নয়ন, উদাস জীবন,
উদাস হৃদয়, উদাস ভবন,
উদাস মাঝারে,
নির্জন বাজারে,
দাঁড়ায়ে, আছি ভেকাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

২

এখানে, আমি একাটি।
নাহি অন্য জন, এ বিশ্ব বিজন,
এ বড় নির্জন, নাহিক স্বজন,
হিয়াতে কেবল,
কঠিন প্রবল,
চিন্তার আছে রেখাটি ;
এখানে আমি একাটি।

৩

এখানে, আমি একাটি।
এ ভব পাথারে কেহ নাহি আর,
হাবু ডুবু খাই, দেখিনা ত পার,
নয়ন পরশে,
আঁধিয়া দরশে,
নিরখি ভালে, লেখাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

৪

এখানে, আমি একাটি।
আর কেহ যদি থাকিত আপন,
ভীত কেন চিত হইবে এমন,
কভু এক দিন,
হইত সুদিন,
মিলিত, তার দেখাটি,
এখানে, আমি একাটি।

৫

এখানে আমি একাটি।
চেনো চেনো যেন করি এই স্থল,
চিনিতে পারি না কিন্তু এ সকল,
কোন্ দেশে আসি,
হয়েছি প্রবাসী,
নাহিক, সখী সখাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

৬

এখানে, আমি একাটি।
হতাশ জীবনে সদা করি বাস,
কি করি, কি বরি কিছু নাহি আশ,
কামনা ত নাই,
ভাবিয়া সদাই,
হইল দেহ পাকাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

৭

এখানে, আমি একাটি।
কাপাস সমান, আবাস আমার,
খোলা খুলে বা'র করিয়াছে সার,
ধূলো উড়ায়েছে,
তুলো বেছে নেছে,
পড়িয়া আছে মাকাটি;
এখানে, আমি একাটি।

৮

এখানে, আমি একাটি।
এক-চক্রে রথ ভাবি শূন্য দেহ,
একটি আধারে নিরমিনু গেহ,
হইল বিকল,
খুলে নিল কল,
লুটিছে ভূমে ঢাকাটি;
এখানে, আমি একাটি।

৯

এখানে, আমি একাটি।
এ দেহ আমার পাখীর পিঁজরা,
প্রাণ আছে বটে, জীয়ন্তে সে মরা,
পাখী গেছে উড়ে,
খাঁচা আছে পড়ে,
দাঁড়েতে, ঝোলে পাখাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

১০

এখানে, আমি একাটি।
এ শূন্য দেহেতে আছে শুধু মন,
সজীব, জাগ্রত, রয়েছে চেতন,
চিন্তা সহ মিলে,
সেও দাগা দিলে,
বাজালে, হৃদে তুকাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

১১

এখানে, আমি একাটি ।
এ মনের অঙ্গ হলো জর জর,
নাহি স্রোতোভঙ্গ, দহে কলেবর,
একটানা সুরে,
বেদমে যে ঘুরে,
খেলিতেছে, চু কপাটি ;
এখানে, আমি একাটি ।

১২

এখানে, আমি একাটি ।
ছিল পুঁজি সবে এক মুদ্রা হায় ।
ধোকায় পড়িয়া খোয়াইনু তায়,
যা ছিল সম্বল,
হইল বিফল,
খরচে, দিনু টাকাটি ;
এখানে, আমি একাটি ।

১৩

এখানে, আমি একাটি।
এ দেহ মাঝারে আছে বটে মন,
এ মনে যে জন করিবে দমন।
তাঁহারে স্মরিয়া,
যতন করিয়া,
মরমে, চাই রাখাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

১৪

এখানে, আমি একাটি।
এক শাখা বৃক্ষে মনের আবাস,
এক ধরে' সে যে ছিল বার মাস,
ভাঙ্গিল কপাল,
দেহ রাজ্য-পাল,
কাটিল, তার শাখাটি ;
এখানে, আমি একাটি।

কাঁদিওনা।

১

কাঁদিও না নিশিথিনি,
কি বেদনা ধর বুকে ;
কি দুখে কাতরা তুমি,
হারায়েছ কোন্ সুখে ?

২

কেঁদে কেঁদে গো যামিনি,
সারা নিশি সারা হ'লে ;
আপনি কাঁদিলে তুমি,
কাঁদাইলে ভূমণ্ডলে।

৩

নিদ্রা ফেলে কাঁদে ছেলে,
মাতৃ অঙ্কে শয্যা পাতা ;
তোমারে কাঁদিতে দেখে,
কাঁদিছে গাছের পাতা।

৪

সুপ্ত জীব গুপ্ত ভাবে,
স্বপনে কেঁদে আকুল ;
দূর্ব্বাদলে ভূমিতলে,
কাঁদিয়া ভিজায় মূল।

৫

আকুলি বিকুলি কাঁদে,
সরসে সরসী বালা ;
কাননে কাঁদিছে ফুল,
সহিয়া বিরহ জ্বালা।

৬

শৃগাল আকুল হয়ে,
প্রহরে প্রহরে কাঁদে ;
কাঁদিতেছে শোকাতুর,
বিনাইয়া নানা ছাঁদে।

৭

আপনি গো নিশিথিনি,
তিতিয়া নয়নাসারে,
সারা নিশি কাঁদাইলে,
জগতের সবাকারে।

৮

কাঁদিছে পেচক উড়ে,
গলিয়া তোমার দুখে ;
পেচকের খাদ্য কাঁদে,
রহিয়া তাহারি মুখে।

৯

তাই বলি, শুন কথা,
পুনঃ আর কাঁদিও না ;
আপনি কাঁদিয়ে যেন,
সকলেরে কাঁদাও না।

১০

কিসের অভাব বল,
কি জানি কেন বা কাঁদ ;
বিভব দেখিয়া তব,
যামিনী গো বুক বাঁধ।

১১

তোমার আসর দেখ,
অমূল রতন নিয়ে,
সাজায়ে দিয়েছে বিভু,
আপনার ধন দিয়ে।

১২

তোমার সে চন্দ্রাতপে
চারিদিকে তারা কাটা ;
মাঝখানে শশাঙ্কের
হীরক রয়েছে আঁটা।

১৩

জোনাকী খুলিয়া আঁখি,
মিটি মিটি দেয় আলো ;
এহতে যামিনী আর,
কে সাজাতে পারে ভালো !

১৪

ঝিঁঝিটে ধরেছে তান,
ঝিল্লি বাজখাঁই স্বরে ;
ভৈরবী পূরবী রবে,
মাচাল গাইছে ভোরে।

১৫

আপনি আসিয়া রবি,
অভিবাদনের তরে ;
বিদায় দিতেছে তোমা,
হাসি হাসি করে ধরে'।

১৬

দেখ দেখি নিশিথিনি,
কে এমন ভাগ্যবতী ;
কারে বা বিভব হেন,
দিয়াছেন বিশ্বপতি ?

১৭

তাই বলি কাঁদিও না,
কাঁদিও না নিশিথিনি ;
অতুল ঐশ্বর্য্য তব,
লোকে কবে অনাথিনী !

১৮

কাঁদিও না, পুনঃ তুমি,
কাঁদিও না, এক বারো ;
বিভুর কলঙ্ক হবে,
তুমি যদি কাঁদো আরো।

কেন কাঁদে মন।

১

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
কেন সে যে দিবা নিশি,
বিষাদে বিষাদে মিশি,
অশ্রুধারে আঁখি দুটি সদত ভাসায় রে,
কি দুখে সে কাঁদে এত,
ভাবি তাই অবিরত,
ভাবিয়া না পাই কূল হায় হায় হায়রে !
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

২

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
কি আছে অভাব তার,
কিরূপ স্বভাব আর,
পাইনা ত সমাচার কি করি উপায় রে ;
সুধাই আপন জনে,
চিন্তা করি চিন্তা সনে,
চিন্তার অতীত ভাবে সংশয়ে নাচায় রে,
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

৩

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
সহিয়া কি গুরুভার,
বরষে নয়নাসার,
বঞ্চিত হইয়া কিবা সুখের আশায় রে ?
কি আছে মনের মনে,
রাখিয়াছে সংগোপনে,
না আসে আমার জ্ঞানে, বুঝে উঠা দায় রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

৪

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
হারাইয়ে প্রিয় কিবা,
কাঁদে সে যে নিশি দিবা,
কে জানায়ে দিবে মোরে, খুঁজিব তাহায় রে ;
অথবা কি রত্নহারা,
হয়ে, কেঁদে হলো সারা,
যত্ন করে' আমারে কে বলহ বুঝায় রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

৩৩ পৃষ্ঠা।

৫

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
দগ্ধ করে হিংসানলে,
দহে অঙ্গ, সদা জ্বলে,
তাই কিছু নাহি বলে' কাঁদে যাতনায় রে ?
তাই বা বলি কেমনে,
পুড়ায়েছে পোড়া মনে,
বিষম আগুন জেলে, আগে খলতায় রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়বে ?

৬

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
জ্বলে অঙ্গ অনিবার,
নাহি আশা নিবিবার,
বার বার কত আর নিবাই তাহায় রে ?
নেবো নেবো হ'য়ে আসে,
কোথা হ'তে রুদ্ধ শ্বাসে,
দ্রুতবেগে ছুটে আসে, ক্রোধের সে বায়রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায় রে ?

৭

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
হা হুতাশ করে মন,
আমি হযে অন্য মন,
তাড়াতাড়ি ভ্রম সহ উপজি তথায় রে ;
লোভের গবল নিয়ে,
তাহাতে সিঞ্চিয়া দিয়ে,
স্নিগ্ধ বারি ভেবে, ভাবি জুড়াবে জ্বালায় রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

৮

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
আবার কামের সনে,
মাতি যে তুমুল রণে,
দগ্ধ জ্বালা নাহি গনে, তখন জুযায় রে ;
থাকে শুধু আঁখি জল,
প্রমোদ-প্রতাপে বল,
পড়িয়া মোহের বশে, শেষে মৃতপ্রায় রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

৯

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
সুধা'লে না কথা সরে,
রহে মত্ত মদ ভরে,
কেবল নয়নে নাহি সলিল শুকায় রে ;
অহঙ্কারে দেহ ভরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
কাঁদে আর বলে শুধু, সে আছে কোথায় রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

১০

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
জানিনা ত কারে খুঁজে,
আপনা আপনি বুঝে,
আমাকে ত ভেঙ্গে চুরে কভু না সুধায় রে ;
ভাবিয়া বুঝিব কত,
মনের কি মনোগত,
আমারে সুধায় যদি খুঁজে আনি তায় রে ;
কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

১১

কেন পোড়া মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?
হায়, কেন কাঁদে মন,
কি ব্যথা চিতে এমন,
প'ড়ে কি বিপাকে ডাকে কাহারে সদায় রে ;
আমার শকতি নাই,
জানিতে কেমনে পাই,
স'পিনু এমন মন বিভুর সে পায়রে ;
বুঝ কেন মন মোর কাঁদিতেই চায়রে ?

চলে' গেল ছয়।

১

ধরা অঙ্গে হলো গত, গ্রীষ্মের প্রতাপ যত,
বরষা হইল হত করে' জলময় ;
শরৎ, হেমন্ত, শীতে, শীতল হইয়া চিতে,
পালাইল ; হরযে বসন্ত হলো ক্ষয়,
ক্রমে, চলে' গেল ছয়।

২

নর দেহে একে একে, ছ'জন গোপন থেকে,
সদানন্দে করে খেলা নাহি কারে ভয় ;
ক্রোধ, মোহ, লোভ, কাম, মদ ও মাৎসর্য্য নাম,
অবিরাম অঙ্গে থেকে, রঙ্গে করে লয়,
আর, চলে' গেল ছয়।

৩

পঞ্চ পাণ্ডবের সনে, দ্রুপদ তনয়া গণে,'
ছ'জন ভব-ভবনে হইয়া উদয় ;
লীলা তরঙ্গের মাঝে, স্বরঙ্গে সদা বিরাজে,
শোক তাপে বীরদাপে লভিয়া বিজয়,
শেষে, চলে' গেল ছয়।

৪

এ ছয়ের মূল যিনি, ত্রিলোকে অতুল তিনি,
কোন কালে নাহি তাঁর জয় পরাজয় ;
অনাদি, অনন্ত, ধাতা, তিনি এ জগতপাতা,
রয়েছেন চিরকাল, অটল অক্ষয়,
শুধু চলে' গেল ছয়।

নহি ত একাকী।

১

আমি নহি ত একাকী।
আছে ভবে পিতা মাতা,
আছে সবে ভগ্নী ভ্রাতা,
পিসে, মেসো, জ্যেঠা, জ্যেঠী কাকা আর কাকী;
এ ভব-ভবনে আমি নহি ত একাকী।

২

আমি নহি ত একাকী।
অঙ্গরক্ষী পাঁচ জন,
দেহে আছে অনুক্ষণ,
নজরে আমায় রাখে, না ফিরায় আঁখি;
কখন জগতে আমি নহি ত একাকী।

৩

আমি নহি ত একাকী।
ভানু রহে দিবা ভাগে,
রাত্রে চন্দ্র তারা জাগে,
করে ধরে' রাখে মোয়, নিরাতঙ্কে থাকি;
কাজেই এখানে আমি নহি ত একাকী।

৪

আমি নহি ত একাকী।
রহিয়াছে তরুরাজি,
শাখায় পাতায় সাজি,
তাহার আবাসে বাস, করে নীড়ে পাখী;
সকলেই আছে, আমি নহি ত একাকী।

৫

আমি নহি ত একাকী।
কভু শূন্যে জলধর,
কভু নিম্নে সরোবর,
বিতরে সলিল দেহে, তাপে চাপে ঢাকি;
শীতলতাময় আমি নহি ত একাকী।

৬

আমি নহি ত একাকী।
আপনি মলয় বায়,
সদা অঙ্গে ব'য়ে যায়,
সুরঙ্গে, ফুলের বাস নিজ অঙ্গে মাখি;
সহচর সবে, আমি নহি ত একাকী।

৭

আমি নহি ত একাকী!
ভূধর, সাগর, নদী,
সকলেই নিরবধি,
দেখিছে আমায়, হেথা, কেহ নাহি বাকী;
আমার সকলি, আমি নহি ত একাকী!

৮

আমি নহি ত একাকী!
দেবতা মানব আদি,
কেহ নহে প্রতিবাদী,
সকলে আমায় রাখে, আমি সবে রাখি;
অতএব হেথা আমি নহি ত একাকী!

৯

আমি নহি ত একাকী!
এ বিশ্ব রচনা যাঁর,
আমিও সূচনা তাঁর,
রেখেছি সে বিশ্বনাথে সদা চিত্তে আঁকি;
কে বলে একেলা, আমি নহি ত একাকী!

সুখ গড়ে নাই।

১

সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।
ভূধর, জঙ্গল, স্থল,
সাগর, সরসী, জল,
সৃজিয়াছে জগন্ময় ভবে সব ঠাঁই;
রবি, শশী, তারাগণ,
নভস্তলে বিচরণ,
তাঁহারি সৃজন মাঝে করিছে সদাই;
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।

২

সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।
নর, নারী, পশু, পাখী,
ভূতলে গড়িয়া রাখি,
গড়িলেন তাহাদের যখন যা চাই;
সৃজিলেন রোগ ভোগ,
লোভ, মোহ, তাপ, শোক,
মানবের চিত্ত মাঝে চিন্তার রাই;
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।

৩

সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই !
নরের সৃজিয়া কায়া,
সৃজিলেন দয়া মায়া,
সে কায়া মাঝারে, মনঃ প্রাণ দুই ভাই ;
উভয়েব গড়ে', দ্বন্দ্ব,
গড়িলেন হয়ে' অন্ধ,
ভাল, মন্দ, হিতাহিত, দুঃখের মরাই ;
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই !

৪

সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই !
তুষিবারে প্রাণ মন,
গড়িলেন কুঞ্জ-বন,
ভ্রমর-গুঞ্জন আর কোকিল-কুহাই ;
সৃজিলেন আরো কত,
তাঁহারি মনের মত,
সুখ ত কথায় শুনি, কাজে নাহি পাই ;
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই !

৫

সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।
জীবের জীবন নিয়ে,
মরণের হাতে দিয়ে,
গড়িলেন কি আশ্চর্য্য, কাহারে সুধাই ?
মানবের চিত মাঝে,
সাজায়ে মোহিনী সাজে,
আবার কি সৃজিলেন, আশা না কি ছাই ;।
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।

৬

সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।
নরের মঙ্গল তরে,
ধন রত্ন যত্ন করে',
সৃজিয়া দিলেন যথা, সেই পথে ধাই ;
অদ্ভুত বিস্ময় কত,
গড়িলেন ইচ্ছাগত,
কি গড়া যে গড়িলেন বলিহারি যাই,
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।

কেন ভালবাসি তায়?

১

সাধে কিগো ভালবাসি তায়?
সে রয়েছে জ্ঞান মনে,
বাঁধা সদা চিন্তা সনে,
আবরিয়া তনুখানি স্নেহ মমতায়;
সাধে কিগো ভালবাসি তায়?

২

সে রয়েছে দুঃখ সুখে,
সে রয়েছে হাসি মুখে,
অশ্রুজলে আঁখিতলে কাঁদিয়ে কাঁদায়;
জাগ্রতে ঘুমায়ে থাকি,
তারেই মানসে রাখি,
অন্তর বাহিরে আছে বেড়িয়া সে কায়;
সাধে কিগো ভালবাসি তায়?

৩

অন্তরে সেই ত আশা,
হৃদয়ে সে ভালবাসা,
সেই ত কামনারূপে কামনা পূরায় ;
ভরসা, বুদ্ধি ও বল,
আতঙ্ক, ভয়, বিহ্বল,
নিরাকারে বিচরে সে ক্ষুধা পিপাসায় ;
সাধে কিগো ভালবাসি তায় ?

৪

সম্পদে রয়েছে যেই,
বিপদেও আছে সেই,
সুখে ও সঙ্কটে রহে একই প্রথায় ;
লোভের বশেতে থাকি,
মুগ্ধ হ'য়ে তারে ডাকি,
কাম ক্রোধে মত্ত হ'য়ে নিরখি তাহায় ;
সাধে কিগো ভালবাসি তায় ?

৫

যখন যা ইচ্ছা করি,
তাহারি মূরতি ধরি,
চিত্ত মাঝে নিত্য তারে আঁকি কল্পনায় ;
তাহারি প্রেমের গীতি,
কণ্ঠ ভরে' নিতি নিতি,
গাহি আর চাহি তার আসার আশায় ;
সাধে কি গো ভালবাসি তায় ?

৬

নয়ন দরশে যেই,
দেহের পরশে সেই,
শ্রবণের শক্তিরূপে শ্রবণে মিলায় ;
নাসিকার ঘ্রাণে রয়,
রসনা রসনে বয়,
আর কেবা আছে মোর তারি তুলনায় ;
সাধে কি গো ভালবাসি তায় ?

৭

সেই ধর্ম্ম সেই কর্ম্ম,
সে বুঝে আমার মর্ম্ম,
তাহারি প্রেমেতে আমি মজাচ্ছু আমায় ;
সেই পুণ্য, সেই পাপ,
সেই শীত, সেই তাপ,
আলোকে আঁধারে তারে দেখি যে সদায়,
সাধে কি গো ভালবাসি তায় ?

৮

আকাশে উদিলে রবি,
নেহারি তাহারি ছবি,
তারারূপে, গ্রহস্তূপে, শশাঙ্ক শোভায় ;
হেরি সাগরের অঙ্গে,
তাহারে নদী-তরঙ্গে,
জোয়ার ভাঁটাতে সেই হ্রাস বৃদ্ধি পায় ;
সাধে কি গো ভালবাসি তায় ?

৯

অনল অনিল মাঝে,
সেই ত সদা বিরাজে,
জলধর অঙ্গে রঙ্গে, সে যে বিহরায় ;
বিহঙ্গের কল গানে,
অলির মধুর তানে,
তাহারি মাহাত্ম্য-গাথা গাহিয়া জানায় ;
সাধে কি গো ভালবাসি তায় ?

১০

মজিনু তাহার প্রেমে,
ভজিনু তাহায় ক্রমে,
ভ্রমে বহুদিন গত হইল বৃথায় ;
এখন শরীর মন,
জনম জীবন ধন,
করিয়াছি সমর্পণ সে বিভুর পায় ;
সাধে কি গো ভালবাসি তায় ?

বিরহে।

১

তোমারি বিরহ স'য়ে,
এখনো জীবন ল'য়ে,
রয়েছি ধরায় ;
তুমি মম আশে পাশে,
আছ বটে গুপ্তবাসে,
দেখনা আমায়।

২

শুনি যে রয়েছ তুমি,
আকাশ পাতাল ভূমি,
গোপনে গোপন ;
খুঁজিয়া না পেয়ে নেত্রে,
নামটি হৃদয়-ক্ষেত্রে,
করেছি রোপণ।

৩

তোমার প্রেমেতে মজে,'
প্রভু'হে তোমায় ভজে,'
এ কি সাজা পাই ?
আসি বলে' চলে' গেলে,
সূতিকাগারেতে ফেলে,
আর দেখা নাই।

৪

ছ'দিবস বয়ঃক্রম,
জ্ঞানেতে জড়িত ভ্রম,
তুমি সেই কালে ;
আমি জ্ঞানহীন বলে',
জুটিলে আসিয়া ছলে,
আমার কপালে।

৫

মজায়ে অবোধ জনে,
লুকাইলে সেই ক্ষণে,
কি জানি কোথায় ?
অবশ হইল কায়,
তোমার বিরহে হায়,
এলেনা হেথায়।

৬

সে যে আজ কতদিন,
হইলাম মতি হীন,
পতির লাগিয়া।;
দিন কাটে।চিন্তা করি,
অনিদ্রায় বিভাবরী,
কাটাই জাগিয়া।।

৭

শৈশব হইল গত,
অবোধ শিশুর মত,
তোমায় ভাবিয়া ;
যৌবন করিনু ক্ষয়,
স্মরিয়া সে প্রেমময়,
প্রেমেতে ভরিয়া।

৮

বার্দ্ধক্য যে যায় যায়,
প্রভু, তব ভাবনায়,
দেহ অস্থি সার ;
ইন্দ্রিয়ের গেল বল,
অঙ্গের ভাঙ্গিল কল,
ভাবি সারাৎসার।

৯

এ কেমন বিধি তব,
বিধি গো, খুঁজিয়া ভব,
বিধি নাহি পাই ;
করিনু জীবন অন্ত,
তবু, তব, হে অনন্ত,
অন্ত বুঝি নাই।

১০

ছিল না যে বুদ্ধি বল,
তাই ত পাতিয়া ছল,
ভুলা'লে আমায় ;
থাকিলে আমার কেহ,
সবল হইলে দেহ,
ছাড়ি কি তোমায় ?

১১

আমাকে মজা'লে বট,
মজিলে না তুমি শঠ,
প্রকট এমন ;
হ'ত যদি জ্ঞানোদয়,
দেখিতাম জ্ঞানময়,
পালাতে কেমন ?

১২

করিয়া যে মন চুরি,
খেলিতেছ লুকোচুরি,
রহি সর্ব্ব ঠাঁই;
বিরহে হয়েছি অন্ধ,
দুটি আঁখি হলো বন্ধ,
দরশে না পাই।

১৩

শ্রবণ শ্রবণহীন,
হইল যে, দিন দিন,
ক্ষীণ কলেবর;
নাসিকায় কোন গন্ধ,
পাইনা ত ভাল মন্দ,
ওহে বিশ্বেশ্বর।

১৪

রসনা রস না পায়,
বিবশ যেন বা হায়!
তোমারি বিরহে;
সংজ্ঞা নাহি ত্বকে আর,
পরশে শকতি তার,
বুঝি বা না রহে।

১৫

করিলাম দেহ পাত,
তোমারি বিরহে নাথ,
হলে না সদয় ;
নাহি তব দয়া মায়া,
পাষাণে রচিত কায়া,
পাষাণ-হৃদয়।

১৬

এখনো থাকিতে শ্বাস,
পূরাও পূরাও আশ,
ওহে বিশ্বময় ;
ডাকি যে দিবস যামি,
কোথায় রয়েছ স্বামী,
হ'যে নিরদয়।

১৭

মানস হইল ভ্রান্ত,
কোথায় জীবন-কান্ত,
রহিলে এখন ;
এস হে জগত-প্রাণ,
বিরহে করহে ত্রাণ,
থাকিতে জীবন।

১৮

অন্তিমে মিটাও আশা,
অন্ত হলো ভালবাসা,
অনন্ত প্রাণেশ।
বিরহে হৃদয়ে রেখে,
হউক তোমায় দেখে,
জীবনের শেষ।

ভ্রান্তি।

১

কামনায় যদি ডাকিতাম,
ধারণায় যদি ভাবিতাম,
তাহ'লে এমন,
হবে কেন মন,
ভ্রমেতে জড়িত হায় রে!
আগে যদি কিছু বুঝিতাম,
জ্ঞানেরে লইয়ে যুঝিতাম,
হ'য়ে জ্ঞান হীন,
এ দীনের দিন,
বৃথায় বহিয়ে যায় রে।

২

নাম নাকি শুনি তার 'ভ্রান্তি,'
দিব্য নব্য হৃষ্ট পুষ্ট কান্তি,
মোহিয়া মানস,
করিয়া অবশ,
বেড়িল পরশে তায় রে!
আমিও ফিরিনু তার বশে,
মজিনু তাহারি প্রেম-রসে,
শান্তির আশায়,
ভ্রান্তির বাসায়,
মন যে উধাও ধায় রে!

৩

স্থূল যত কিছু ভুলিলাম,
মূল আগু পিছু তুলিলাম,
রোপিলাম ভুল,
করিলাম তুল,
তুলাদণ্ড ধরি পায় রে।
পাষাণ ত নাহি ভাঙ্গিলাম,
নিশান ত নাহি রাখিলাম,
হইল সে ভুল,
কুঠারের তুল,
পাড়িল বিষম ঘায় রে।

৪

সুবেশে ভুলিয়া ঠকিলাম,
মনকে কতই বকিলাম,
কেন হ'লে ভ্রান্ত,
যদি হ'তে শান্ত,
ঠেকিতে কি হেন দায়রে!
ভ্রান্তি মনে কেন বসা'লাম,
শান্তিধনে কেন খসালাম,
এখন কি করি,
অশান্তি বিসরি,
ভ্রান্তিতে জীবন যায় রে।

আমার।

১

আমার আমার করি, আমার কে ভবে ?
আমি কার কে আমার বুঝিব বা কবে ?
বুঝিতে যে গেল দিন,
ক্রমে হলো তনু ক্ষীণ,
জীবন জীবনে আর কত দিন রবে ?
আজিও না ভেবে পাই,
আমার আছে কি নাই,
হেথায়, বৃথায় ভাবি, আমার কে হবে ?
আমার বলিতে গেলে পরে কেন সবে।

২

আমার আমার করি মরি যে সদাই ;
আমার বলিতে ভবে আমার ত নাই।
আমার ভাবিয়ে যায়,
পতন করিনু কায়,
সেও ত বোঝে না হায়, আমি তারে চাই ;
সে যদি হতো আমার,
লইত আমার ভার,
ভূ-ভার বহিতে যার কোন কষ্ট নাই ;
কেবল আমার ভারে কাতর সদাই।

৩

কে দিবে বুঝায়ে, ভবে আছে কে আমার ?
কারে বা সুধাই হেথা ভাবি আপনার ?
আমার কি পিতা মাতা,
আমার কি ভগ্নী ভ্রাতা,
আমার কি ছেলে মেয়ে ভার্য্যা পরিবার ?
আত্মা বন্ধু পরিজন,
প্রতিবেশ বাসিগণ,
আমি যে আমার বলে' ভাবি এ সংসার ;
ধোকায় পড়িয়া মনে গড়ি নিরাকার।

৪

আমার বলিতে কেহ আছে কি ভুবনে ?
নাহি বুঝি জ্ঞানে, ধ্যানে, নিদ্রা, জাগরণে ;
পিতা মাতা কি আমার ?
তাহ'লে কোথা আবার,
ফেলিয়া গেলেন পুত্রে সংসার বিজনে ?
ভগিনী পরের ঘর,
দূরে গেল সহোদর,
তবে আর কে আমার রহিল ভবনে ?
কেহ ত আমার নাহি হইল জীবনে।

৫

আমার আমার করি ঘুরি যে বৃথায়,
আমার কিছু ত আমি, দেখি না হেথায় ;
ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধি,
প্রেম আচরণে সাধি,
আরাধি নারীরে ধরি, বরি বনিতায় ;
দু'য়ে মিলি এক অঙ্গে,
এক প্রাণে এক সঙ্গে,
ভাবিনু সাধিব রঙ্গে বিশ্ব বিধাতায় ;
সে সাধে বিষাদ নারী ঘটাইল তায়।

৬

তবে আর ভবে কেবা আমার আপন ?
আমার ভাবনা শুধু নিশার স্বপন।
ছেলে মেয়ে কোলাহলে,
আইল আমার ছলে,
করিনু আমার বলে' জীবন যাপন ;
কিন্তু এবে দেখি চেয়ে,
এরা নহে ছেলে মেয়ে,
আমার সে পূর্ব্বজন্মে ছিল মহাজন ;
আদায় করিতে এলো ধারের সে ধন।

৭

আমার কেহই নাই এ ভব-মণ্ডলে ;
একে একে বুঝে দেখি পরের সকলে।
পরের সকলে বটে,
সকলি পরের রটে,
যে পর আমার ঘটে, অন্তরের তলে ;
সে পর নহে ত পর,
জীবের সে পরাৎপর,
আমার এ দেহ রবে, পর-পদতলে ;
সেই ত আমার শুধু এ ভব-মণ্ডলে ।



মরুভূমি।

১

এ কেমন বিধি ওহে বিশ্বরাজ,
অনাদি, অনন্ত, বিধাতা তুমি ;
চিন্তিত অন্তরে ভাবি তব কাজ,
তোমারি সৃজন এ মরুভূমি ?

২

সুদীর্ঘ প্রান্তরে নাহি তৃণ দল,
শ্রান্তি ক্লান্তি হর বিটপি-ছায়া;
পথিকের তরে নাহি বিন্দু জল,
ঈশহে তোমাব কেমন মায়া ?

৩

নব দূর্ব্বাদলে শোভেনা এ স্থান,
বালুকা রাশিতে রেখেছ ছেয়ে,
খররবি করে ইন্ধন সমান,
কার সাধ্য তথা যাইবে ধেয়ে ?

৪

প্রতপ্ত অনিল উগরে অনল,
পড়িলে এ ভূমে সংশয় প্রাণ ;
বল বিশ্বেশ্বর, প্রকাশি সকল,
কাহার সৃজন, এ মরুস্থান ?

৫

কোকিল-কাকলি সৃজিল যে জন,
শ্রবণেতে ঢালে সুধার ধার,
প্রকৃতির গলে নয়ন-রঞ্জন,
পরায়েছে সেই কুসুম-হার!

৬

যাঁহার দয়ায় শ্রান্তি সহ মিশি
মারুত হিল্লোল জুড়ায় কায়,
চিত্ত-বিনোদিনী পৌর্ণমাসী-নিশি,
স্বভাবের কোলে হাসিয়া যায়।

৭

তৃষা-নিবারণ, জীবের জীবন,
সৃজিলেন যিনি সলিল রাশি,
মরুভূমি কি সে বিভুর সৃজন,
যার নামে কাঁপে ভূলোকবাসী?

৮

যদি তব সৃষ্ট এই মরুভূমি,
বল, দয়া করে' হে বিশ্বময়!
কি উদ্দেশ্যে ইহা সৃজিয়াছ তুমি,
জানিতে ব্যাকুল মানস হয়।

৯

ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই হয় অনুমান,
মানবের বুঝি শিক্ষার তরে ;
সৃজিয়াছে এই মরুময় স্থান,
দুখরাশি সব একত্র করে'।

১০

যার নাহি মনে দয়া ও বিনয,
পর উপকারে প্রবৃত্তি নাই ;
মরুময় বুঝি তাহার হৃদয়,
এই শিক্ষা মরুভূমিতে পাই।



স্বদেশে।

১

চেনো চেনো করি এই স্থান,
আমারি স্বদেশ বুঝি হবে ;
মনে আসে স্বপনের প্রায়,
আবার দেখেছি যেন কবে।

২

এসেছিনু যেন কোন্ কালে,
এ দেশেতে কি কাজের তরে ;
গিয়েছিনু আবার কোথায়,
আমার সে কার্য্য শেষ করে'।

৩

পুনরায় এসেছি সে দেশে,
কি কাজে তা আমি নাহি জানি ;
স্বদেশ বলিয়া পরিচয়,
স্মরণে কহিছে দৈববাণী।

৪

রহিয়াছে সেই ত সকল,
একে একে মনে তাহা জাগে ;
যেখানে সাজান ছিল যেটি,
আছে তাই, যা দেখেছি আগে।

৫

সাঁঝের তারাটি মিটি মিটি,
জ্বলেছিল আগেতে যেখানে ,
এখনও ঠিক সেই মত,
সন্ধ্যাকালে জ্বলে সেই স্থানে।

৬

নিশিতে যে চাঁদের সুধাটি,
সোহাগেতে মাখিতাম গায় ;
এ বারেও দেখিনু তেমনি,
সে সুধার তরঙ্গ ধরায়।

৭

দেখিয়াছি আলোকে পুলকে,
শূন্য পথে বিচরে রবিটি ;
আসে যায় আজিও সেরূপে,
পরকাশি আপন ছবিটি।

৮

সরসে হরষে সেইরূপে,
দিনমানে হাসে কমলিনী ;
আঁধিয়ায় হাসে টিপি টিপি,
নিশাকালে, লজ্জায় নলিনী ।

৯

সেই তরু বেষ্টিত লতায়,
বদ্ধ হ'য়ে আছে সেই স্থলে ;
ধূ ধূ করিতেছে সেই মাঠ,
শস্য পুঞ্জ রাখিয়া ভূতলে ।

১০

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যেই মত,
বক চরে সরোবর তীরে ;
দেখিলাম সেই পদক্ষেপে,
জলে বক চলে ধীরে ধীরে ।

১১

কানন বেড়িয়া সেই ফুল,
ফুটে আছে কুসুম-কাননে ;
মধু গন্ধ সুতানে বিলায়,
সেই গীতি, অলির গুঞ্জনে।

১২

সকলি রয়েছে সেই মত,
নভস্থলে অথবা ধরায় ;
আমি শুধু গিয়েছিনু চলে,
কি বরাতে দুদিন কোথায়।

১৩

সমভাবে আছে শূন্যে, ভবে,
সেই ত সকলি আগেকার ;
জীব জন্তু পশু পক্ষী নর,
সকলেই চেনা যে আমার।

১৪

একে একে চিনিয়াছি সব,
জাগিয়াছে স্মৃতি পুনরায় ;
আমার স্বদেশ বটে এই,
এসেছিনু আগে এ ধরায়।

১৫

এইবারে ফুটিয়াছে আঁখি,
টুটিয়াছে ভ্রমের আঁধার ;
নিরখিনু নয়নে সকলি,
স্বদেশেতে আসিয়া আবার॥

১৬

মিলাইয়ে দেখিনু সকল,
যেখানে যা রয়েছে হেথায় ;
কিন্তু যেই পাঠালে স্বদেশে,
দেখিনা ত সে জন কোথায় ?

১৭

সেই আসি স্মরণে আমার,
শ্রবণে কহিয়া দিয়া ছলে ;
স্বদেশে আমারে বুঝি ফেলে,
তাহারি স্বদেশে গেছে চলে'।

বিদেশে।

১

এসেছি এ কোন্ দেশে,
সকলি মোহন বেশে,
মোহিছে আমায় ;
অচেনা, চিনি না কারে,
জানিনা ত কি প্রকারে,
এসেছি হেথায়।

২

পথের নিশানা কিছু,
ছিল না ত আগু পিছু,
তথাপি কেমনে ;
এ বিদেশে পরবাসে,
কি জানি কাহার আশে,
আইনু বিমনে।

৩

সকলি নূতন হেথা,
সবারি নূতন কথা,
যে আছে যথায় ;
আমারে নূতন পেয়ে,
পরিহাসে আমা চেয়ে,
সকলে আমায়।

৪

চাঁদ হাসে খল্‌খলে,
বিদ্রূপ সুধার ছলে,
সুধায় আমারে ;
'কে তুমি, কোথায় ছিলে,
হেথা আসি দেখা দিলে,
ছলিতে কাহারে ?'

৫

তারা দেখে টিপি টিপি,
আমার এ ভাগ্য লিপি,
পাঠের কারণে ;
পড়িয়া কহে যে তারা,
'কে তুমি, হইবে সারা,
জীবনে মরণে।'

৬

ভানু কহে ক্রোধ ভরে,
আমারে ধরিয়া করে,
'কেরে পাপ মতি !
এসেছিস্ এ ভুবনে,
সারা হইতে জীবনে,
ভুগিতে দুর্গতি।'

৭

পবন বহিয়া তায়,
আমারে কহিযা যায়,
রহিয়া গোপনে ;
'কেন এ বিদেশে এলি,
আত্মীয় স্বজনে ফেলি,
ভুলিয়া আপনে।

৮

সলিল বিরূপে গলে,'
বহিয়া কিরূপে বলে,
তরঙ্গ তরল ;
শুনে সে বিদ্রূপ ভাষ,
হয় মোর সর্ব্বনাশ,
অঙ্গ হয় জল।

৯

ভূতলে চরণ দিলে,
স্মরণ নাহি ত মিলে,
কাঁপায় শরীর ;
আমারে বিদেশী বলে',
ফেলিবারে রসাতলে,
নাহি হয় স্থির।

১০

বিদেশ কি ভয়ঙ্কর,
সদা অঙ্গ জ্বর জ্বর,
হইল এখানে ;
কেন বা হেথায় এনু,
আছিনু যেখানে ছিনু,
কেন না সেখানে।

১১

জলধর ঊর্দ্ধে থেকে,
কখন আমায় দেখে,
বলে গরজিয়া ;
'মারিব বাজের ঘা,
হেথা হ'তে দূরে যা,
বিদেশ ত্যজিয়া।'

১২

তারি মাঝে সৌদামিনী,
তাপস-মনোমোহিনী,
ঝলসি নয়ন ;
বিদ্রূপ হাসিতে ভরা,
হাসিয়ে ভাসায়ে ধরা,
কহে কুবচন।

১৩

বিদেশের অন্ধকার,
সহিবারে সাধ্য কার,
আঁধারে ভুবন ;
আমার মরমতলে,
পশিয়া কৌতুক ছলে,
আবরে জীবন।

১৪

এ দেশে আলোক রয়,
লোক দেখে কভু হয়,
পুলকে মগন ;
এ আলোতে আলোময়,
মানস নাহিক হয়,
আমার তেমন।

১৫

তরুগুলি নিরিবিলি,
পাতায় কথায় মিলি,
মর্ম্মরিয়া কয় ;
'কেন হে বিদেশী তুমি,
আসিয়াছ এই ভূমি,
এ যে দুঃখময়।'

১৬

কহে যে নোয়ায়ে মাথা,
বিনয়ে জানায়ে ব্যথা,
লতিকা আবার ;
'এ নহে ভবের মেলা,
নহে কেশঁবের খেলা,
শবের আগার।

১৭

চাহি ভয়ে দশ দিকে,
দেখিনা ত একটিকে,
আমার আপন ;
চেনা কিছু হেথা কই,
আমি কারু চেনা নই,
বিদেশ বিজন।

১৮

যে আনিল সাথে করে',
দেখিনা মুহূর্ত্ত তরে,
তাহারে এ দেশে ;
আমারে রাখিয়া হেথা,
সে বুঝি গিয়াছে কোথা,
চলিয়া বিদেশে

উষা।

—:0:—

১

ঝরিছে শিশির-কণা পাতায় পাতায় ,
পড়িতেছে টুপ্ টুপ্ ধরণীর গায় ;
আকাশ সরসী-নীরে,
তারাকুল ধীরে ধীরে,
ডুবিছে মুদিয়া আঁখি হইয়া চঞ্চল ;
হেরিয়া উষার শোভা নয়ন সফল ।

২

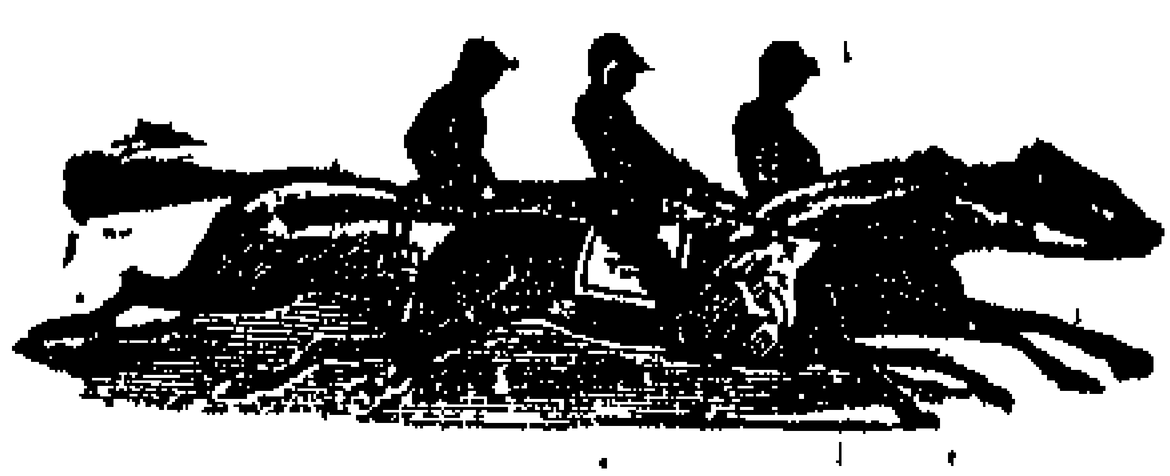
শান্ত হয়ে মৃদু মন্দ বহে সমীরণ
সুধা ক্ষরে হীনপ্রভ চাঁদের কিরণ ;
মর্ম্মরিছে পাতাকুল,
হাসিছে সুন্দর ফুল,
এ সৌন্দর্য্য, বল্ উষে, কাহার সৃজন ?
হেরিয়া এ তোর শোভা সফল নয়ন ।

৩

পাপীয়া বিটপি-শাখে মধু-কণ্ঠস্বরে,
ঢালিছে সুধার-ধারা শ্রবণ বিবরে;
কাদম্বা কুইয়া করে,
যেন বা পঞ্চম স্বরে,
প্রকৃতি গাইছে গীতি মানস মোহন,
হেরিয়া উষার শোভা সফল নয়ন।

৪

যে জন সৃজিল উষে, তোর এ সুবেশ;
কোথা গেলে পাইবল্ তাহার উদ্দেশ?
যে সুচিত্রে চিত্ত হরে,
হেরিব সে চিত্রকরে,
পূরিবে বাসনা, আঁখি হইবে সফল;
কোথা দেখা পাব বল্, উষে বল্।



যমুনা-তটে।

১

যমুনে গো! আমি অভাগিনী;
এসেছি তোমার তটে,
কাতরা অধীরা বটে,
জনম দুখিনী।

২

তরঙ্গিণি! জান ত সকল;
তুমিও আমার সঙ্গে,
মিশায়েছ নিজ অঙ্গে,
শোক অশ্রু জল।

৩

জান না কি; তোমার এ তটে
সবে মিলি এক সাথে,
রাখিয়াছি ব্রজনাথে
আঁকি চিত্রপটে।

৪

তুমিও ত পেয়েছিলে তায় ;
আমরা ব্রজবাসিনী,
একেলা কভু আসিনি,
ধরিতে কালায়।

৫

ব্রজধামে যত ব্রজবাসী,
আসিত তোমার কূলে,
ভাসিত সবে অকূলে,
হাসিত প্রবাসী।

৬

পেয়েছিল, সবে সে রতনে ;
পেয়েছিনু আমি রাধা,
ছিল আধা প্রাণে বাঁধা,
সাধা মম মনে।

৭

কি বলি গো, সকলি বৃথায় ;
সাধনা জানিনা বলে',
সাধনার ধন চলে'
গিয়াছে কোথায়।

৮

শুধু নহি, আমি কৃষ্ণ হারা ;
কাঁদিছে বনের পাখী,
ঝরিছে ব্রজের আঁখি,
গাভী কেঁদে সারা।

৯

সকলেই কাঁদে ব্রজধামে ;
তোমারো তরঙ্গ ছলে,
স্রোত বহে আঁখি জলে,
স্মরি হরি নামে।

১০

কি দোষেতে, রোষে ব্রজেশ্বর ;
ত্যজি এই ব্রজপুর,
ব্রজিতে বা কতদূর,
গেল মনোহর।

১১

সে বিহনে, ব্রজ তমোময়,
ব্রজের আকাশে আর,
শ্যামচাঁদ পুনর্ব্বার,
হবে কি উদয় ?

১২

পেয়ে তায়, হারা'নু হেলায় ;
দিন গেল অন্য মনে,
নিশি গেল কুঞ্জ বনে,
প্রমোদ খেলায়।

১৩

গোকুলে, সে, ছিল প্রেমময়,
পেয়ে সেই প্রেমাধার,
ব্রজ হলো প্রেমাগার,
প্রেমেতে বিলয়।

১৪

সব ঠাঁই, প্রেম সে বিলায় ;
ব্রজপূজে আরাধনে,
লভিল রাধার ধনে,
খোয়ালে হেলায়।

১৫

গিয়েছে সে, পেয়ে অন্য ধন ;
ব্রজের অধিক করে'
কোন ব্রজ তারি তরে,
করেছে সাধন।

১৬

তাই বুঝি, ব্রজের গোপাল ;
পূরা'তে ভক্তের আশ,
কোন্ বিশ্বে করে বাস,
সে বিশ্ব ভূপাল।

১৭

স্রোতস্বিনি। চল স্রোতোবলে ;
যথা সেই বিশ্বাধার,
অবতরি অবতার,
বনে কি অচলে।

১৮

ফুলবনে, আছে নানা ফুল ;
গাঁথিয়ে কুসুম-হার,
পূজায় সাজা'ব তার,
রাঙ্গা পদ মূল।

১৯

তরলে গো। ব'য়ে যা উজান ;
দেখ দেখি কোথা হরি,
জীবন জীবনে স্মরি,
জান গো সন্ধান।

২০

বল যদি, করুণা বিতরি ;
কোথা সেই বিশ্বেশ্বর,
নূতন পেতেছে ঘর,
তথায় উতরি।

২১

পূজেছিনু, আগে বন-ফুলে,
মন ফুলে' পূজা করি,
দেখিব কেমনে হরি,
এবারে বা ভুলে।

২২

চল যাই, যথা সে বিহারে ;
তুমি, আমি, ব্রজপুরী,
সবে মিলি বিশ্ব ঘুরি,
ধরিগে তাহারে॥

২৩

দেখাইব করিয়া সাধনা ,
ধরিব জোরে এবার,
তাহাতে যেন সবার,
পূরে আরাধনা॥

২৪

দেখাইব, সে পূজার জোর,
হরিয়া ব্রজের মন,
দেখিব রহে কেমন,
বিশ্ব-মন-চোর।

২৫

জানি সেই, সাধনার ধন ;
বিশ্বের বটে আরাধ্য,
পূজায় করিব বাধ্য,
গোকুল-রতন।

২৬

সরলে গো! বিলম্ব কি আর ;
চল হরি যেই স্থানে,
ভূতলে কিবা বিমানে,
করিছে বিহার।

২৭

ডাকি আনি, এ যমুনা তটে ;
ব্রজবাসী জনে জনে,
পশু, পাখী গাভীগণে,
এ আনন্দমঠে।

২৮

এইখানে, পেয়েছিনু সবে ;
এ যমুনাতটে বসি,
যমুনা সলিলে পশি,
শ্রীহরি কেশবে।

২৯

হারায়েছি, পুনঃ সেই ধনে ;
এ যমুনাতটে আসি,
পুনঃ আঁখি নীরে ভাসি,
পশিয়া জীবনে।

৩০

অন্য বাঞ্ছা, নাহিক রাধার ;
যমুনা পুলিনে বসি,
পাই পুনঃ ব্রজশশী,
বিশ্ব মুলাধার।

মৃত্যুঞ্জয়।

১

ভসমে ভূষিত তনুখানি,
পঞ্চ মুখে নাহি অন্য বাণী,
বোবোম্ বোবোম্ বোলে,
দিগন্ত মাতায়ে তোলে,
দেখি শূলপাণি।

২

জটাজূট শোভে শির'পরে,
ফণী তাহে আনন্দে বিচরে,
পরনে বাঘের ছাল,
গলায় হাড়ের মাল,
পরাণ শিহরে।

৩

ঊর্দ্ধদৃষ্টি আঁখি দুটি হায়,
মরা দেহে যেন শোভা পায়,
ভালেতে একটি আর,
আঁখি যে র'য়েছে তার,
অনল বিলায়।

৪

হৃদয়ে নাগের উপবীত,
স্কন্ধে পৃষ্ঠে রয়েছে বেষ্টিত,
রজত গিরির প্রায়,
অচল সে শুভ্রকায়,
একি বিপরীত।

৫

জ্যোতি কি ফুটেছে তারি গায়,
নয়নে তা সহ্য নাহি যায়,
ছাড়িয়া আকাশ-বাস,
হইয়াছে পরকাশ,
চন্দ্রমা ধরায়।

৬

শুভ্র অঙ্গ আহা কি উজ্জ্বল,
ভস্ম মাখা, তবু নিরমল,
সে অঙ্গে প্রকাশে আভা,
যেন রত্ন কল্প বিভা,
তাহাতে বিমল।

৭

ভবের নেশায় হ'য়ে ভোর,
আঁখি যেন আধা নিদ্রা ঘোর,
মুদিয়া যে দৃশ্য আঁখি,
নজরে এ বিশ্ব রাখি,
হয়েছে বিভোর।

৮

শ্মশানে, মশানে করে বাস,
নাহি ক্ষুধা, নাহিক পিয়াস,
অঙ্গে নাহি আবরণ,
রঙ্গে রহে সে ভবন,
বরষা কুয়াস।

৯

পিশাচ পিশাচী নৃত্য করে,
শ্মশান বেড়িয়া সেই হরে,
সবি তার ভয়ঙ্কর,
শবাসনে সে শঙ্কর,
সদা কাল হরে।

১০

শকুনী গৃধিনী শিবা আর,
সহচর নিশি দিবা তার,
সে সবার মাঝে থেকে,
শ্মশানেতে বিশ্ব দেখে,
বিশ্ব মূলাধার।

১১

ভুলিয়া সে সংসার কামনা,
আন্‌মনে কি করে কামনা,
সে যে কামনায় মূল,
সে যে ভাবনার ভুল,
ভোলায় যাতনা।

১২

দেখি তার ভয়ানক বেশ,
কিন্তু নাহি ভয়ের আবেশ,
নিখিলের হরে ভয়.
ভয়েরে তার কি ভয়,
সেই ত মহেশ।

১৩

অচলে রয়েছে তার ঘর,
শুনি বাস কৈলাস শিখর,
হিমাচলে চলে ভব,
অচলে না চলে ভব,
অচল ঈশ্বর।

১৪

বিশ্ববীজে তাহারি প্রকাশ,
সেই করে সৃষ্টি স্থিতি নাশ,
ত্রিনয়নে ত্রিনয়ন,
করিতেছে অনুক্ষণ,
তিনের বিকাশ।

১৫

সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ গুণধারী,
ভবের সে বিভব কাণ্ডারী,
তাহাতে রয়েছে তিন,
তিনের ফুরালে দিন,
অদিন সবারি।

১৬

কি আছে তুলনা, তাহে দিব,
শিবের তুলনা শুধু শিব,
ভবের গেহেতে রয়,
শবের দেহেতে বয়,
নাশিয়া অশিব।

১৭

কিন্তু দেখি, বড়ই সে ভোলা,
মনে তার কিছু নাহি তোলা,
ভবে সেই ভোলানাথ,
এড়াতে ভোলার হাত,
ভব যে উতোলা।

১৮

ধরেছিল ধূর্জটি জটায়,
তরঙ্গিণী তরল গঙ্গায়,
তাই সে যে গঙ্গাধর,
বিশ্ব ধরে সেই হর,
তারে ধরা দায়।

১৯

শুনি নাকি খাইল গরল,
এমনি সে স্বভাবে সরল,
সুধা বিষে সমভাব,
তার নহে কোন ভাব,
বিশ্বেতে বিরল।

২০

বিশ্বেশ্বর বিশ্বের কারণ,
বিশ্বভার করেছে ধারণ,
তাহারি এ বিশ্ব সৃষ্টি,
বিশ্বভাবে রাখে দৃষ্টি,
বিশ্বের তারণ।

২১

জীবন মরণ করে' জয়,
হইয়াছে সে যে মৃত্যুঞ্জয়,
তাহারি বিধান বলে,
বিশ্বের ভবনে ফলে,
হ্রাস, বৃদ্ধি, লয়।

পৰ্ব্বত।

১

তুলিয়া উন্নত শৃঙ্গ স্পর্শিতে গগন,
কে তুমি দাঁড়ায়ে আছ, সীমান্ত প্রদেশে ;
দিবা বিভাবরী শুধু ঝরিছে নয়ন,
কি হেতু, বলহ গিরি কাহার উদ্দেশে ?

২

প্রস্তর মুরতি তব ভাসে অশ্রুধারে,
প্রিয় বন্ধু হারা'য়ে কি এ দশা তোমার ?
কিংবা কোন স্বজনের দুষ্ট ব্যবহারে,
মনোদুখে, যোগিবেশে ত্যজিলে সংসার ?

৩

জানিনা কি মহাদুঃখে হ'য়েছ কাতর ?
পাষাণ হৃদয়ে, তব কিসের বেদন ;
আপনি যাতনা স'য়ে কিন্তু হে ভূধর,
অবনীর উপকার করে'ছ সাধন।

৪

উর্ব্বরা হ'য়েছে ধরা যার কৃপাবলে,
বাণিজ্যের তরি ভাসে সলিলে যাহার,
লভিল জনম, শৈল ! তব আঁখি জলে,
দয়াবতী স্রোতস্বতী, অবনীর সার।

৫

তোমার অঙ্গজ নানা তরু শির পরে,
কুলায় রচিয়া থাকে বিহঙ্গমগণ ;
সুখে নিদ্রাগত হ'য়ে তোমার গহ্বরে,
কেশরী, শার্দ্দূল করে শ্রান্তি বিনোদন।

৬

ধন্য তুমি গিরিবর, এ ভব ভবনে,
যাতনায় ঝরিতেছে নয়ন আসার ;
বুঝিলাম, পর-হিত-অভিলাষী জনে,
এইরূপে করে' থাকে, পর উপকার।

সুখ নাহি চাই।

১

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
বিশ্বের এ কারাগারে,
তোমার দৃশ্যের পারে,
রহিয়া যে হৃদি মাঝে তোমারে ধেয়াই ;
দিতেছ যাতনা যত,
তাহাতে আনন্দ কত,
হে আনন্দময়! তাহে নিরানন্দ নাই ;
দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই।

২

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
পীড়ায় কাতর হ'য়ে,
তোমার স্মরণ ল'য়ে,
ব্যাধির ঔষধি প্রভু, তোমা কাছে চাই ;
কণ্ঠ শুকাইয়ে যায়,
পীড়ায় জড়িত কায়,
হায় হায় করি, স্মরি তোমার দয়াই ;
দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই।

৩

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
মধ্যাহ্ন-রবির করে,
অনাবৃত শিরোপরে,
সহিয়া অনল তাপ ঘুরিয়া বেড়াই ;
ভালে বিন্দু স্বেদ ক্ষরে,
পরিতপ্ত কলেবরে,
উদ্দেশে তোমায় ডাকি, বেদনা জানাই ;
দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই।

৪

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
শীতের হিমানী বায়,
যামিনীতে বয়ে যায়,
আবাসে করিতে বাস নাহি ত আশাই ;
থাকি অনাবৃত গাত্রে,
যথায় তথায়, রাত্রে,
কাঁপি থরহরি, স্মরি তোমারে গোঁসাই ;
দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই।

৫

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
বরষার বারিধারে,
ভিজে ফিরি দ্বারে দ্বারে,
উদর অন্নের তরে, বিষণ্ণ সদাই ;
ছত্র, পত্র আবরণ,
নাহি শির আচ্ছাদন,
বিভু স্মরি পৃথ্বি ঘুরি, বিরাম ত নাই ;
দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই।

৬

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
শত গ্রন্থি ছিন্নবাস,
অঙ্গে শোভে বার মাস,
শীত গ্রীষ্ম বরষায়, ভরসা তাহাই ;
বিভু হে, তোমায় ডাকি,
তোমায় স্মরণে রাখি,
তোমার নিকটে অঙ্গ-বাস চাহি তাই ;
দুঃখে যেন রহি সদা, সুখ নাহি চাই।

৭

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
চিত্তে জ্বলে চিন্তানল,
পুড়ে উঠে বক্ষঃস্থল,
শূন্যময় হেরি ভব, যে দিকে তাকাই ;
চিন্তায় তোমার নাম,
স্মরি প্রভু অবিরাম,
তখনি এ হৃদি মাঝে তোমারে যে পাই ;
দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই।

৮

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
হেথা মোর অন্য জন,
কেহ নাহি ত আপন,
সংসার মাঝারে আর পিতা, মাতা, ভাই ;
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা,
তুমি পাতা, তুমি ত্রাতা,
দেখি তুমি বিশ্ব ব্যাপি আছ সর্ব্ব ঠাঁই ;
দুঃখে যেন রহি সদা, সুখ নাহি চাই।

৯

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ;
রিক্ত হস্তে যাপি কাল,
জান ত আমার হাল,
অর্থ তরে মনে কত অনর্থ বাধাই ;
তোমার চরণ স্মরি,
কভু অর্থ ভিক্ষা করি,
ডাকিয়া বদন ভরি বিভু গুণ গাই ;
দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই।

১০

দুঃখে যেন রহি সদা সুখ নাহি চাই ,
নিরাশা-অকূলে থাকি,
আশায় তোমারে ডাকি,
ছলেতে বিহ্বল হ'য়ে যথা তথা ধাই ;
নিরাশা যদি না চিতে,
উদয় হইতে দিতে,
তাহ'লে কি বিশ্ব-সখা তোমারে ধেয়াই ;.
দুঃখে যেন রহি প্রভু সুখ নাহি চাই।

সময়ের প্রতি।

১

আমার মাথার কিরে একটু দাঁড়াও ;
ব'য়ে যেও এর পরে,
থাকহ মুহূর্ত্ত তরে,
হেথায় অপেক্ষা করে', যেওনা কোথাও ;
রবি সহ অস্তাচলে,
তুমিও যেওনা চলে',
তাহ'লে আঁধারে ধরা করিবে ঘেরাও ;
অবলার কেহ নাই,
বিহ্বলা হয়েছি তাই,
ছিল পুত্র রত্ন, বিধি হরে' নিল তাও ;
নয়ন পুতলি মোর,
বিষেতে হ'য়েছে ভোর,
দংশিয়াছে কাল সর্প, কাল ! দেখে যাও ;
ফেলিতে শ্মশানে তায়,
এসেছি এ অবেলায়,
বুকেতে শৈশব শব, নামায়ে শোয়াও ;
তুমি থেকে দেখ তায়,
শৃগাল কুকুরে খায়,
যেন নাহি স্বর্ণ-অঙ্গ, এই ভিক্ষা দাও ;
আমার মাথার কিরে একটু দাঁড়াও।

২

আমার হইয়ে তুমি দেখিও সময় ;
দেখো তুমি একটুক,
রাখি খালি করি বুক,
ফেলিয়া এ ভূমে, চুমে মুখ-কিশলয় ;
শেষ এ চুম্বন মুখে,
আর না ধরিব বুকে,
এই শেষ, তুমি শেষ শুন দয়াময় ;
হিংস্র প্রাণীর হ'তে,
রক্ষা করো কোন মতে,
যাবৎ না আসে ধর্ম্ম লইতে তনয় ;
থাকিও তাবৎ তুমি,
নিরখিয়া এই ভূমি,
ধর্ম্ম এলে, যেও চলে' যথা ইচ্ছা হয় ;
না করিব অনুরোধ,
এই মোর জন্মশোধ,
অবলায় কর কৃপা করুণ হৃদয় ;
বিষে জরা মরা ছেলে,
দিলাম শ্মশানে ফেলে,
তুমি তায় কোলে তুলে লহ দয়াময় ;
আমার হইয়ে তুমি দেখিও সময়।

১০৪ পৃষ্ঠা।

৩

তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে হেথায় ?
সর্ব্বব্যাপী তুমি কাল,
আছ তুমি চিরকাল,
নানারূপে ভবধামে যথায় তথায় ;
রহিয়া বহিয়া যাও,
আমারে কহিয়া দাও,
শোকেতে কাতরা আছি মরম ব্যথায় ;
করিনু যে আবেদন,
বুঝিও গো সে বেদন,
করুণা বিতরি বল প্রকাশি কথায় ;
আর কিছু ভিক্ষা নাই,
যা বলেছি শুধু তাই,
রোহিতাশ্ব রহিল এ শ্মশানের গায় ;
যার এই পুত্র ধন,
এলে পরে সেই জন,
দিও তারে, সমর্পিনু এ সুত তোমায় ;
আমি যে পরের দাসী,
পরের আবাসে বাসি,
পর সেবা করি পোড়া উদরের দায় ;
তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে হেথায় ?

৪

আর কে বুঝিবে মোর মরম-বেদন ;
তুমিই ত নিয়মিত,
আপন কাজেতে চিত,
রেখেছ বিভুর ভবে করিয়া যতন ;
তোমাকেই সর্ব্বময়,
করেছেন সর্ব্বময়,
তাঁহার আদেশে কর বিশ্ব দরশন ;
সকলি দেখিছ তুমি,
আকাশ, পাতাল, ভূমি,
দেখিতেছ নিরখিয়া মানবের মন ;
আমার বাছায় দেখো,
তুমি বুকে 'করে' রেখো,
দুখিনীর ছিল যেই অঞ্চলের ধন ;
পর দাসী আমি নারী,
আর ত রহিতে নারি,
যদিও গিয়েছে ছেড়ে অপত্য-রতন ;
তথাপি পরের দাসী,
রহিব পর পিয়াসী,
যত দিন রহিবে এ জ্বলন্ত জীবন ;
আর কে বুঝিবে মোর মরম-বেদন।

৫

আমার অবস্থা তুমি জান ত সকল ;
কি ছিনু হয়েছি বা কি,
আরো বা কি আছে বাকি,
পাষাণে গঠিত নাকি মম হৃদিতল ;
দ্বিধা নাহি হলো তাই,
পুড়ে নাহি হলো ছাই,
যে দিকে তাকাই, হেরি শূন্য ভূমণ্ডল ;
এক কালে ছিল সব,
ধন রতন বিভব,
রাণীর সুবেশ অঙ্গে আছিল উজল ;
ভূ-স্বামী ছিল যে স্বামী,
শৈব্যা রাণী তাঁর আমি,
রোহিতাশ্ব পুত্র, অঙ্ক করিত শীতল ;
ধর্ম্মশীল পতি মোর,
ছলেতে করিয়া ভোর,
মুনি নিল রাজ্য মাগি', পরা'লে বাকল ;
জীবিত কি মৃত স্বামী,
জানি না, জীবিত আমি,
হারাইনু পুত্র ধন, যা ছিল সম্বল ;
আমার অবস্থা তুমি জান ত সকল।

১০৭ পৃষ্ঠা।

৬

মূর্ত্তিমান হ'য়ে কাল কহিল সঘনে ;
"কে তুমি গো অভাগিনী,
হরিশের বিষাদিনী
শৈব্যা রাণী ? হারা'য়েছ রোহিতাশ্ব ধনে ?
সাঙ্গ হলো এত কালে,
ঘটিল যা' ছিল ভালে,
হইয়াছে কার্য্য শেষ এ ভব-ভবনে ;
রাখ ক্ষণমাত্র ধ'রে,
পুত্র ধনে বুকে করে',
সাজাইব চিতা এক শ্মশান-সদনে,
মহা শ্মশানের গায়,
পিতা পুত্র বনিতায়,
পুড়া'য়ে জুড়া'য়ে কায় অনল দহনে ;
চল যাই সেই ধাম,
যথায় বিভুর নাম,
সদানন্দে অবিরাম শুনিবে শ্রবণে ;
নাহি তথা দুঃখ লেশ,
চল ভবেশের দেশ,
যথা কাল পরকাল, স্বর্গ নিকেতনে ;
মূর্ত্তিমান হ'য়ে কাল সকলি সঘনে।

কোন্ পথে?

১

এসে পড়িলাম কোন্ পথে?
সুধাইব বল কা'কে,
কোন্ স্থলে কেবা থাকে,
তাও ত জানি না,
কাকেও দেখি না,
না হয় ঠিকানা কোন মতে;
এসে পড়িলাম কোন্ পথে?

২

বড় উঁচু নীচু এই ভূমি;
উঠিতে ক্ষমতা নাই,
নামিতে শমতা চাই,
আবুড়া খাবুড়া,
আমি তাহে বুড়া,
অদূরে র'য়েছ কে গো তুমি?
বড় উঁচু নীচু এই ভূমি।

৩

কণ্টকে এ পথ আবরিত ;
দেখিনি নয়ন মেলি,
যেখানে চরণ ফেলি,
কাঁটা ফুটে পায়,
কি করি উপায়,
গমনে ঘটে যে বিপরীত ;
কণ্টকে এ পথ আবরিত।

কেন এই পথে আসিলাম !
একি দেখি ভয়ঙ্কর,
দগ্ধ হলো কলেবর,
পথের দুধারে,
অনল উগারে,
উত্তাপ তরঙ্গে ভাসিলাম ;
কেন এই পথে আসিলাম !

৫

পরখিয়া কত দেখিলাম ;
কে করে'ছে পথ চুরি,
সারাটি জীবন ঘূরি,
নারিনু বুঝিতে,
এনু ভ্রান্ত চিতে,
সেই সে বিপথে উঠিলাম ;
পরখিয়া কত দেখিলাম।

৬

হোথায় জ্বলিছে মিটি মিটি ;
কিসের আলোক অই,
বুঝিতে পারিবা কই,
নয়ন ধাঁধিয়া,
কখন আঁধিয়া
নিবিছে জ্বলিছে কিবা ওটি ?
হোথায় জ্বলিছে মিটি মিটি।

৭

আলোকের ধারে অদূরে কে ?
আছে যেন দাঁড়াইয়া
নহে স্পষ্ট, আব্‌ছায়া,
অদূরে কি দূরে,
রহি ফিরে ঘুরে,
বুঝে ওঠা ভার, দেখি ডেকে ;
আলোকের ধারে অদূরে কে ?

৮

কই ? সাড়া নাহি দেয় ডাকে ;
দেখিতে আর না পাই,
এই ছিল, এই নাই,
একি এ ব্যাপার,
পথের মাঝার,
প'ড়েছি যে বড়ই বিপাকে ;
কই ? সাড়া নাহি দেয় ডাকে ।

৯

অই যাদুকর এই ভবে ;
দেখাইয়ে প্রলোভন,
ভুলায়ে নরের মন,
মোহিয়া আমায়,
এনেছে হেথায়,
ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্, সেই হবে ;
অই যাদুকর এই ভবে।

১০

কি জানি সে কিবা যাদু জানে ;
যাদু যদি না জানিত,
মোয় কি হেথা আনিত,
ভুলালে কি ছলে,
যাদু বিদ্যাবলে,
বুঝিনা ত তাহা মনে জ্ঞানে ;
কি জানি সে কিবা যাদু জানে।

১১৩ পৃষ্ঠা।

১১

মনে পড়িতেছে কিছু কিছু ;
পথে উঠিবার কালে,
দেখেছি পথের ভালে,
অই বিশ্ব-শঠে,
দাঁড়াইয়া বটে,
আছে যেন মোর আগু পিছু ;
মনে পড়িতেছে কিছু কিছু।

১২

সুধাইনু অই যাদুকরে ;
দেখিলাম মূর্ত্তিমান,
দিব্য কান্তি জ্যোতিষ্মান্;
ভাবি হিতকারী,
ধরম বিচারি,
নরম কথায় সমাদরে ;
সুধাইনু অই যাদুকরে।

১৩

বল দয়াময় দয়া করে';
এই যে পথের রেখা,
যেন চিত্রপটে লেখা,
অতুল শোভায়,
বিমল বিভায়,
আছে, যাব এই পথ ধরে'?
বল দয়াময় দয়া করে'।

১৪

ক'য়ে দিল মোয় অই জোনা;
"যাও পান্থ ত্বরা করে,'
এ আনন্দ পথ ধরে'
খেলিবে প্রমোদ,
বিলাবে আমোদ,
করিবে এ পথে আনাগোনা;
ক'য়ে দিল মোয় অই জোনা।

১৫

সে ত অন্য পথে গেল চলে' ;
আঁখি পালটিয়া দেখি,
হায় হায় হলো এ কি ?
কোথায় সে জন,
ভাবিয়া যে জন,
ধরিলাম পথ হরি 'বলে' ;
সে ত অন্য পথে গেল চলে'।

১৬

ভ্রান্ত হইলাম অই খানে ;
আমোদের কথা ক'য়ে,
প্রমোদের ব্যথা ল'য়ে,
সে গেল বিপথে.
আমারে এ পথে,
আসিতে কহিল এক টানে ;
ভ্রান্ত হইলাম অই খানে।

১১৩ পৃষ্ঠা।

১৭

সেই কি আসিতে ক'য়েছিল ?
এ যে ভয়ঙ্কর স্থান,
সে কি করিয়াছে ভাণ,
এ পথ দুর্গমে,
কহিয়া সুগমে,
আমার মন কি লয়েছিল ?
সেই কি আসিতে ক'য়েছিল ?

১৮

মুখ টিপে কিন্তু হেসেছিল ;
কিছু যেন সে বলে'ছে,
ছলে যেন সে ছলে'ছে,
ইঙ্গিতে বলিয়া,
সঙ্গীতে ছলিয়া,
সেই ত কহিতে এসেছিল ;
মুখ টিপে কিন্তু হেসেছিল।

১৯

কিছুই ত পারিনি বুঝিতে ;
বাহিরের ভাবে মজি,
অন্তরের ভাব ত্যজি,
আমোদে ভুলিয়া,
প্রমোদে গলিয়া,
আমিই ত এসেছি যুঝিতে ;
কিছুই ত পারিনি বুঝিতে।

২০

কখন সে আসিতে কহেনি ;
আপন বুদ্ধির দোষে;
পড়ে'ছি তাহারি রোষে,
পাপাবৃত স্থানে,
এসেছি উজানে,
আদৌ ত সে তথা রহেনি ;
কখন সে আসিতে কহেনি।

২১

সে বুঝি আমায় ডেকেছিল;
ভরমিতে এই পথে,
নিষেধিয়া নানা মতে,
শেষে ক্রোধভরে,
কোথা গেল সরে',
আঁখে ছায়া তার ঠেকেছিল;
সে বুঝি আমায় ডেকেছিল।

২২

হায়, হায়, এ কি করিলাম!
এ পথে নরকে যায়,
অধর্ম্ম কণ্টক তায়,
রয়েছে প্রবল,
পাপের অনল,
বিহ্বলে তাহাতে পড়িলাম;
হায়, হায়, এ কি করিলাম!

২৩

এ পথে জ্বলিছে পাপানল ;
আগে ত নাহি পরশি,
নয়নে আলো দরশি,
পতঙ্গের মত,
পুড়ে হ'নু হত,
সুধা ভেবে খে'নু হলাহল ;
এ পথে জ্বলিছে পাপানল।

২৪

এসে যে পড়েছি মাঝখানে ;
আগুইতে নাহি পারি,
পশ্চাতে ফিরিতে নারি,
উভয় সঙ্কট,
নহে ত নিকট,
ফিরে যে'তে পারি সেই স্থানে ;
এসে যে পড়েছি মাঝখানে।

২৫

পারি না যে আর সামলা'তে ;
কণ্টক ফুটিছে পায়,
অনল দহিছে কায়,
হ'য়ে গিছি বন্দী,
নাহি পাই সন্ধি,
পড়িয়া পাপের মাম্‌লাতে ;
পারি না যে আর সামলা'তে।

২৬

বারেক এবারে দেখা দাও ;
ব'লে দাও ইশারায়,
নতুবা জীবন যায়,
কর গো বিধান,
করুণা নিধান,
করুণা কটাক্ষে মোরে চাও ;
বারেক এবারে দেখা দাও।

২৭

কি মতে এ পথে ফিরে যাই ;
যে স্থান হইতে এনু,
যদি বা তথায় গেনু,
তাহ'লেও মোর,
ঘুচে যাবে ঘোর,
ধাইব, যথায় যেতে চাই ;
কি মতে এ পথে ফিরে যাই।

২৮

উহু উহু পুড়ে মরিলাম !
আমার দোষেতে নয়,
তোমারো কতক রয়,
দেখাইয়ে ছলে,
দিয়েছিলে বলে,'
তাইতে তোমাকে ধরিলাম ;
উহু উহু পুড়ে মরিলাম !

২৯

যা হ'বার তা'ত হলো শেষ ;
এ পথে আসিয়া হায়,
বিপথে জীবন যায়,
সুপথ ভাবিয়া,
কুপথে আসিয়া,
পে'য়েছি, স'য়েছি সাজা ধেশ ;
যা হ'বার তা'ত হলো শেষ।

৩০

তুমিই এ পথে এনেছিলে ;
আমি যদি নাহি জানি,
তুমি ত পরম জ্ঞানী,
জিজ্ঞাসিনু তাই,
কোন্ পথে যাই,
বলিলে না, যদি জেনেছিলে ;
তুমিই এ পথে এনেছিলে।

৩১

এ পথে লহ গো ফিরাইয়ে ;
তুমি প্রভু জ্ঞানময়,
তুমি বিভু পাপ-ভয়,
তুমিই অন্তরে,
থাক নিরন্তরে,
দিয়েছ এইত ধরাইয়ে ;
এ পথে লহ গো ফিরাইয়ে।

কুহু তানে।

১

বড় মিঠি বোলি কুহু তানে ;
মিঠি এ বিছানা,
মিঠি যে জোছানা,
মিঠি মিঠি বোলি বাজে কাণে ;
যামিনী মধুর,
বিভাটি বিধুর,
সুদূরে ঢালিছে ধরা পানে ;
বড় মিঠি বোলি কুহু তানে।

২

ডাকিল মিঠিয়া কুহু বোলে ;
শান্তি নিকেতনে,
আছি অচেতনে,
মিঠি ঘুমে প্রকৃতির কোলে,
কি মিঠি পশিয়ে,
হিয়াতে মিশিয়ে,
সোহাগ তুফানে ঢেউ তোলে ;
ডাকিল মিঠিয়া কুহু বোলে।

৩

কি মিঠি পঞ্চমে বাঁধা কুহু ;
নিদ্রা-শান্ত মনে,
পশিল স্বপনে,
মিঠিয়া অমিয়া মিলি দুহু ;
কি সুখ-সাগরে,
ভাসিনু হায়রে,
চমকি চকিতে মুহু মুহু ;
কি মিঠি পঞ্চমে বাঁধা কুহু ।

৪

মিঠি কুহু বোলে কার স্বরে ?
মিঠি শয্যা পাশে,
বসিয়া তরাসে,
নিরখি ভবনে মোহ ভরে ;
দরশে পরশে,
কিছু না বরষে,
শূন্যে বুঝি মিঠি কুহু ঝরে ;
মিঠি-কুহু বোলে কার স্বরে ?

৫

কে মাতায় মিঠি কুহু রবে ?
মন নহে স্থির,
গৃহের বাহির
হইনু, ভাবিয়া ভব-ধবে ;
শূন্য হ'তে আসি,
মিঠি কুহু ভাষি,
কে কোথায় গাহে ?' নয় ভবে ;
কে মাতায় মিঠি কুহু রবে ?

৬

আকুলি বিকুলি নিরখিনু ;
আতি পাতি করি,
দেখি শূন্য ভরি,
চাঁদিয়া যামিনী পরখিনু ;
মিটি মিটি তারা,
মিঠি জ্বলে তারা,
তাহেও দরশ অরপিনু ;
আকুলি বিকুলি নিরখিনু।

৭

পুনঃ মিঠি কুহু বরষিল ;
নহে শূন্যে ঝরে,
এ যে ধরা' পরে,
শ্রবণে মিঠিয়া পরশিল ;
তমালের গায়,
লুকাইয়া কায়,
কে গেয়ে, মানস হরষিল ;
পুনঃ মিঠি কুহু বরষিল।

৮

ধীর পদে গেনু তরুতলে ;
শাখায় পাতায়,
নিরখি তথায়,
চন্দ্রমা কিরণে বাতি জ্বলে ;
বিস্ময়ে চমকি,
শাখায় নিরখি,
কাল পাখী মিঠি কুহু বলে ;
ধীর পদে গেনু তরুতলে।

১২৮ পৃষ্ঠা।

৯

পাখী কণ্ঠে মিঠি কুহু মাখা ;
বুঝি বিধাতার,
সুধার আধার,
পিক কণ্ঠে আছে সুধা রাখা ;
এ সুধা বরষে,
মানস হরষে,
মিঠি সুধা ক্ষরে তরুশাখা ;
পাখিকণ্ঠে মিঠি কুহু মাখা ।

১০

পাখী কুহু দেয় কার বোলে ?
কার কুহু ভাষে,
বিষাদ বিনাশে,
হৃদে মিঠি প্রেমে ঢেউ তোলে ;
আয় কাল পাখী,
কুহু কণ্ঠে মাখি,
আঁখি ভরে' দেখি করি কোলে ;
পাখী কুহু দেয় কার বোলে ?

১২শ পৃষ্ঠা।

১১

হইনু বিভোর কুহু গীতে ;
আহা কি অমিয়া,
পরশিল হিয়া,
সুধা ঢেলে দিল কেবা চিতে ;
পাখী কুহু তানে,
মাতাইল প্রাণে,
এলো কা'র মিঠি কুহু দিতে ?
হইনু বিভোর কুহু গীতে ।

১২

কি রাগে গাহিছে কণ্ঠ ভরি ;
এ যে নব রাগ,
জাগে অনুরাগ,
মন প্রাণ যেন লয় হরি' ;
সুখের আবেশে,
হৃদয়ে প্রবেশে,
কি মিঠি সুধাটি মরি, মরি ;
কি রাগে গাহিছে কণ্ঠ ভরি ।

১৩

কণ্ঠ ভরা মিঠি সুধা পিয়ে ;
কে এলো ধরায়,
কেন বা ধরায়,
মনেরে এমনে কেড়ে নিয়ে ;
যাহারি এ মন,
তাহারি এ ধন,
তারি কুঞ্জে ঢালা কুহু দিয়ে ;
কণ্ঠ ভরা মিঠি সুধা পিয়ে।

১৪

যারি কুঞ্জবনে তমালিয়া ;
পাখিকণ্ঠে সাধা,
মিঠি কুহু বাঁধা,
শাখে রাখে সুধা উছলিয়া ;
মানবের মন,
তুষিতে সে জন,
মিঠি কুহু আছে আগুলিয়া,
যারি কুঞ্জবনে তমালিয়া।

১৫

সেই মনতোষে মন তোষে ;
নরেরি কু-মন,
করিতে দমন,
কু-কথায় মিঠি সদা পোষে ;
তাই মিঠি কুহু,
বরষিয়া কুহু,
পাখিকণ্ঠে তারি নাম ঘোষে ;
সেই মনতোষে মন তোষে।

১৬

সেই ত কুহুর মূলাধার ;
যেই আছে মনে,
সেই কুহু সনে,
মিঠি মাঝে সেই নিরাকার ;
মিঠি কুহু, পাখী,
সবে ভবে রাখি,
আনন্দে বহিছে বিশ্বভার,
সেই ত কুহুর মূলাধার।

দশভুজা।

১

এসেছিস্ মা বুঝি হেথায় ?
তাই আজি দেখিতে মাতায়,
নবরঙ্গে ছেলে মেয়ে;
নব বস্ত্রে অঙ্গ ছেয়ে,
চলে'ছে কোথায় !

২

কোন্ বাসে এলি মা এবার,
কোন্ বাসে দেখিব আবার,
আরাধিব কি বোধনে,
সাধিব বা কি সাধনে,
নাহি উপচার।

৩

মা হ'য়ে কি আইলি এখানে ?
বল্ মাগো ছিলি কোন্‌খানে ?
গিরিপুরে উমা হ'য়ে,
জানি গো মা কত স'য়ে,
ছিলি যে সেখানে।

৪

হয়েছিলি পাষাণ-দুহিতে,
নিঠুরতা নারিলি সহিতে,
ছেলে মেয়ে পড়ে মনে,
তাই কি গো সঙ্গোপনে,
এলি মা মহীতে ?

৫

আর যেন এসেছিলি কবে,
মহামায়া, মায়ার এ ভবে ;
সে ভবে ছিলনা চিন,
এ ভবে তিনটি দিন,
ছিলি মাগো সবে।

৬

সেবারে মা এলি কি পূজায়,
পূজায় কি তোরে পা'য়া যায় ?
সন্তানে মায়ের পূজা,
বাহিরে মা দশভুজা,
কে করে কোথায় ?

৭

বনফুলে মায়ের চরণ,
কেমনে মা করিব বরণ,
ভাবি যে তোমার পদে,
ফুল্লমন কোকনদে,
করিব অর্পণ।

৮

আর কিছু নাহি আয়োজন,
সকলি ত হ'য়েছে নিধন ;
নাহি স্থল, নাহি জল,
হৃদয়ের নাহি বল,
নাহি রত্ন ধন।

৯

যা ছিল মা দেহের সম্বল,
অবিরত নয়নের জল,
তাহে মন-কুম্ভ ভরি,
পূর্ণ কুম্ভ হৃদি পরি,'
রেখেছি কেবল।

১০

এসেছিস্ যদি মা আবার ;
মা হ'য়ে গো লহ দুঃখভার ;
হৃদে দে মা মাতৃভক্তি,
চক্ষে দে মা দৃষ্টিশক্তি,
পদ দেখিবার।

১১

দেখি যে মা এ নব মূরতি !
মা, মা, বলে' করিনু আরতি,
কিন্তু প্রাণে বড় ভয়,
দরশনে নাহি হয়,
দেখিতে শকতি।

১২

কেন মাগো রণময়ী বেশে,
আসিলি এ রণভীত দেশে ;
আঁখিতে ধরে না তোর,
ভয়াল মূরতি ঘোর,
ভয়ের আবেশে।

১৩৬ পৃষ্ঠা।

১৩

এ মূরতি কর পরিহার,
নয়নে যে নিরখি আঁধার ;
এসেছিস্ তুই মাগো,
দেখিতে জোয়ায় না গো,
চরণ তুহার।

১৪

আবার মা দশ বাহু মেলি,
আতঙ্কিতে কেন হেথা এলি;
কেন গো দেখা'স্ ভয়,
চিতে দয়া নাহি হয়,
নিদয়া হইলি ?

১৫

শুনি মাগো তুমি মহামায়া ;
দেখি না ত কিছু দয়া মায়া ;
নাহি ত অপত্য-স্নেহ,
পাষাণে বেঁধেছ দেহ,
তুমি ভব-জায়া।

১৩৭ পৃষ্ঠা।

১৬

তুই মাগো কি পাষাণী মেয়ে,
রণরঙ্গে এসেছিস ধেয়ে,
এ আসা মা কি আশায়,
যে দশা গো সে দশায়,
আছে অঙ্গ ছেয়ে।

১৭

হয়েছিস্ মৃগেন্দ্র-বাহিনী ;
দেখি তায় অসুর-নাশিনী ;
কেন হেন ভয়ঙ্করা,
হ'লি হর-মনোহরা,
ভবেশ-তোষিণী ?

১৮

ডাকিব মা শুধুই মা বলে',
লুটাইব মাতৃ পদতলে,
মা তোয় রাখিব মনে,
হেরিব না দরশনে,
মায়েরে বিহ্বলে।

১৯

'মা এসেছে' বলে' যে সবায়,
মহানন্দে মা দেখিতে যায় ;
নয়নে আঁধিয়া দেখে,
ফিরে আসে দূরে থেকে,
করে হায়, হায় !

২০

কাজ কি মা এ দুরন্ত বেশ,
অঙ্গহীন এ যে বঙ্গদেশ ;
এ নহে কৈলাস তোর,
এ ভবে বিভবে ভোর,
নাহি শক্তি-লেশ।

২১

শক্তি যদি পারিতিস্ দিতে ;
হেরিতাম মুরতি আঁখিতে ;
ভয়ে হৃদি ভরপূর,
অভয়া, করগো দূর,
ভব-ভয় চিতে।

২২

কত দিন গত হ'য়ে যায়,
বছরে বারেক হেরি মায়,
কেন হ'স্ ভয়ঙ্করী,
দেখা'স্ এ মুর্ত্তি ধরি,'
ত্রাসে কাঁপে কায়।

২৩

কি উদ্দেশ্য বল্ মা তোমার,
ত্রাসিতে আসিতে কি বিচার,
যোড়শোপচারে পূজা,
জানি না মা দশভুজা,
তাই এ আচার ?

২৪

সেই ক্রোধে সন্তানের প্রতি,
নিদয়া হয়েছ দয়াবতী ?
তবে মাগো কভু আর,
তব দয়া পুনর্ব্বার,
পাব না পার্ব্বতী ?

২৫

নাহি পঞ্চ উপচার আর,
পঞ্চে পঞ্চ হলো ছারখার,
দে মা পঞ্চ পঞ্চাননী,
বঞ্চি যে দিবা রজনী,
প্রপঞ্চ তাহার।

২৬.

পূজায় হইতে তুষ্ট মন,
থাকিত গো আশাটি তেমন,
তবে কি সন্তানে তোর,
রাখিতিস্ মোহ ভোর,
করিয়া এমন ?

২৭

সন্তানে যে এমন কুপিতা,
জানি না ত হ'য়ে থাকে মাতা,
কুপুত্র যদিও হয়,
কুমাতা কখন নয়,
শুনি এই গাথা।

২৮

সন্তান মা কু হ'লো কেমনে,
তুই ত মা রাখিলি নিধনে।
রোগে শোকে জীর্ণ করে'
বঙ্গ কিবা রঙ্গ ভরে,
রাখিলি রোদনে।

২৯

কাঁদিতে যে গোঁয়ানু সময়,
জনম হইল বিষময়,
ডাকিলাম মা, মা, বলে',
মা এলো ক্রোধেতে জ্বলে',
দেখাইতে ভয়।

৩০

ক্রোধে কেন হইলি বিরূপা,
জানি যে মা তুই বিশ্বরূপা;
মায়ায় বহিতে ভার,
কায়ায় হ'লি প্রচার,
প্রকৃতি-স্বরূপা।

৩১

নিরাকারে তুই নিরাকারা ;
মায়াতে মা হইলি সাকারা ;
মায়ায় কি এই কায়া,
ধরেছিস্ মহামায়া,
মায়ের এ ধারা ?

৩২

আকার ধরিলি যদি ভবে,
ভয়ঙ্করী কেন হ'লি তবে ;
যদি হ'লি ভয়ঙ্করী,
তবে মা বিনয় করি,
শোন্ গো নীরবে ।

৩৩

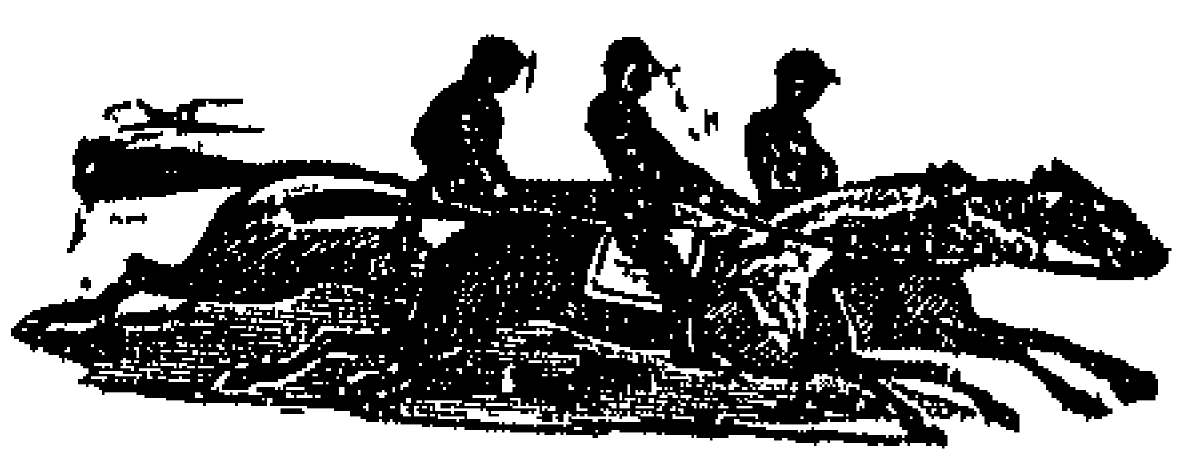
ভয়ে ভীত সন্তানের দলে,
কোলে তুলে নে মা কুতূহলে,
স্নেহ মেখে দশ ভুজে,
কোলে নে মা দশভুজে,
ডাকি মা, মা বলে' ।

৩৪

ভয়াল মুরতি পরিহরি,
দাঁড়া মা সমুখে শুভঙ্করী ;
নববাসে, নব বাসে,
নবরঙ্গে নবহাসে,
তোকে পূজা করি ।

৩৫

নয়ন ভরিয়া দেখি মায়,
বদন ভরিয়া ডাকি তায়,
মা বলে' মায়ের ছেলে,
ডাকে গো, যাস্‌না ফেলে,
ভব দরিয়ায় ।



ফুলের বাগান।

১

কে তোমরা ফুল ?
কাননে র'য়েছ ধরা,
আননে হাসিটি ভরা,
হাসি কি সুধার রাশি মনে হয় ভুল ;
বিশ্বের উদ্যান' পরে,
ফুটে আছ থরে থরে,
রূপের উপমা দিতে নাহি হয় তুল ;
ভবের কানন মাঝে কে তোমরা ফুল ?

২

কে তুমি গোলাপ ?
বরণ উজ্জ্বল কিবা,
মধুর রক্তিম বিভা,
সৌন্দর্য্যে মোহিয়া অলি উগরে প্রলাপ ;
যথা রূপ তথা ঘ্রাণ,
সৌরভে বিভোর প্রাণ,
গন্ধবহ গন্ধ ল'য়ে করে সদালাপ ;
বল বল রূপবতি, কে তুমি গোলাপ ?

১৪৫ পৃষ্ঠা

৩

কে তুমি গো বেলা ?

শুভ্রবর্ণ সুধা বাসে,

ঘ্রাণের বিষাদ নাশে,

তোমারো অন্তরে বাসে আনন্দের মেলা ;

তুমিও গো হাস্যাধরা,

গন্ধে তব বিশ্বভরা,

অনিল সুগন্ধ নিয়ে খেলে প্রেম খেলা ;

বল বল শ্বেতাঙ্গিনি, কে তুমি গো বেলা ?

৪

কে তুমি মল্লিকা ?

শুভ্রবর্ণ উছলিয়া,

পড়িছে সু-অঙ্গ দিয়া,

বয়সে যদিও তুমি আছগো বালিকা ;

তবু তব মধু গন্ধ,

অলি আসে হ'য়ে অন্ধ,

আকুল হইয়া ঘ্রাণে দলিতে কলিকা ;

রয়েছ কানন প্রান্তে, কে তুমি মল্লিকা ?

৫

কে তুমি যূথিকা ?
শুভ্র অঙ্গ শীর্ণ কায়,
ছোট ছোট গাছে তায়,
অগ্রভাগে জাগে দেখি তোমার সূতিকা ;
তুমি বটে কচি মেয়ে,
গন্ধামোদে রাখ ছেয়ে,
বিশ্বের উদ্যানে, ধরে' শাখান্তে লতিকা ;
বলনা ললনা, হোথা কে তুমি যূথিকা ?

৬

কে গো গন্ধরাজ ?
বসতি করিছ বনে,
লুকাইয়া সংগোপনে,
কিন্তু আসি ঘ্রাণ পথে করিছ বিরাজ ;
কে তুমি কানন মাঝে,
সাজিয়াছ কোন্ সাজে,
সহচরী সনে বনে সাধিছ কি কাজ ;
ঘ্রাণে প্রাণে কর বাস কে গো গন্ধরাজ ?

৭

কে অপরাজিতা ?
কাহারে করিয়া জয়,
নামে দাও পরিচয়,
হ'য়েছ কি নীলিময়ী মাধুরী বিজিতা ?
লতায় লতায় পরে,
ভ্রমরে হৃদয়ে ধরে,
লাজে অবনতমুখী সরমে লজ্জিতা ;
বল লাজময়ি, তুমি কে অপরাজিতা ?

৮

কে তুমি গো চাঁপা ?
সোণার বরণ অঙ্গে,
সুবাস বিলাও রঙ্গে,
সোণার পাতায় তনু কে রচিল ঝাঁপা ?
যে দিল সোহাগ বাস,
অন্তরে তমসা নাশ
করে, তব অন্তরে কি তারি গন্ধ ঝাঁপা ?
বলহ সুগন্ধবতি, কে তুমি গো চাঁপা ?

৯

কে তুমি বকুল ?

তরুশিরে থাক ফুটে,

মধু আসি লয় লুটে,

সুঘ্রাণ আঘ্রাণে হ'য়ে ভ্রমর আকুল ;

কভু ফোটা কভু কলি,

সুগন্ধে দৈয়ালে ছলি,

'পিক্‌লো বিজো ভেজো' রবে থাক অনুকূল ;

বল ওগো সোহাগিনি, কে তুমি বকুল ?

১০

কে তুমি মালতী ?

বৃন্ত গুচ্ছে তব স্থান,

অকাতরে দাও ঘ্রাণ,

শুনি নাকি তুমি হও চির মধুমতী ;

আনন্দে তোমার ঠাঁই,

সুবাসে সুবাস পাই,

তোমার সমান ভবে নাহি দয়াবতী ;

বল ওগো রসবতি, কে তুমি মালতী ?

১৪৯ পৃষ্ঠা

১১

কে তুমি গো গাঁদা ?
লোহিত বরণ কায়,
অলক্তক আভা তায়,
ভবেশের উদ্যানেতে আছ তুমি বাঁধা ;
অনিমিক নয়নের
তৃপ্তিকর, কাননের
কি শোভাদায়িনী, ধনি, আঁখে দাও ধাঁদা ;
বল বল শোভাময়ি, কে তুমি গো গাঁদা ?

১২

কে তুমি দোপাটি ?
আহা কি সৌন্দর্য্য নব,
বিবিধ বরণে তব,
বিভূষিত তনুখানি অতি পরিপাটি ;
পতঙ্গ সুরঙ্গে আসি,
তোমার আগারে বাসি,
মধুর মধুর রাশি ছলে তুলে আঁটি ;
বল দেখি সুহাসিনি, কে তুমি দোপাটি ?

১৩

কে তুমি গো জবা ?
বৃন্ত' পরে রক্তাম্বরা,
রয়েছ যে হাস্যাধরা,
সুলোহিত বর্ণ ভাতি উজলিছে কিবা ;
মনোহর পরিচ্ছদে,
রয়েছ আপন পদে,
কভু দেখি শ্যামাপদে উজলো অরবা ;
লোহিত বরণা বল কে তুমি গো জবা ?

১৪

কে গো কমলিনী ?
ভানুর বনিতা তুমি,
শোভ এ কাননভূমি,
জলে নিমজিয়া কায়া আছ পঙ্কজিনী ;
শূন্যে রহে দিনকর,
তোষে তোমা অলিবর,
জলে স্থলে, রবি করে কিন্তু সুহাসিনী ;
বল রঙ্গমতি, তুমি কে গো কমলিনী ?

১৫

কে তুমি নলিনী ?
চন্দ্রমাশালিনী নিশি,
তুমি যে সোহাগে গিশি,
হাসি হাসি সুধারাশি ঢাল সুহাসিনী ;
শশাঙ্ক আকাশ বাসে,
কিন্তু দেখি তব পাশে,
সুহাসে বিকাশে করে তোমা আদরিণী ;
মলিন আবাসে বাসো কে তুমি নলিনী ?।

১৬

কে তুমি শেফালি ?
বোঁটাটি হরিদ্রা মাখা,
পাপ্‌ড়িতে শুভ্র রাখা,
তাহাতে সুগন্ধ কেবা রাখিয়াছে ঢালি ;
অনিল বহিয়া তায়,
ধীরে ধীরে ল'য়ে যায়,
বিভুর সে পূত পদে দিতে পূর্ণ ডালি ;
বল শুভ্র রক্তাঙ্গিণি, কে তুমি শেফালি ?

১৭

কে তুমি কামিনী ?
অঙ্গে মেখে অঙ্গ রাগ,
বঞ্চিয়াছ দিবাভাগ,
জাগিয়া জাগিয়া আছ সারাটি যামিনী ;
অলি বুঝি আসে নাই,
হরষে বিষাদ তাই,
বিরসে রয়েছ এত কি অভিমানিনী ;
বল ওগো মানময়ি, কে তুমি কামিনী ?

১৮

কে তুমি গো জাঁতি ?
বিশ্বের কাননে স্থান,
তোমাকে করিয়া দান,
রাখিয়াছে বিশ্বতোষ উদ্যানেতে পাতি ;
ফুটে থাক ফুল্ল মনে,
তুল্য হও গন্ধ সনে,
অন্ধ হ'য়ে ছুটে অলি না বিচারি জাতি ;
কাননে ফুটিয়া আছ কে তুমি গো জাঁতি ?

১৯

কে তুমি চামেলি ?
কোমলে মধুরে মিশি,
মাতায়েছ দশ দিশি,
বিতর সুধার গন্ধ হৃদি খানি মেলি ;
কিবা তব সুধা ঘ্রাণ,
পুলকে পূরিল প্রাণ,
আলোকে আঁধারে ভ্রম প্রেম খেলা খেলি ;
বল গো পুলকময়ি, কে তুমি চামেলি ?

২০

কে তুমি মতিয়া ?
কেগো তুমি কুহকিনি,
সুধার কুহক জিনি,
রাখিয়াছ গন্ধ ফাঁদ কাননে পাতিয়া ;
সে ফাঁদে পড়িয়া হায়,
অলিরাজ ক্লান্ত কায়,
আনায় মাঝারে মোহে উঠেছে মাতিয়া ;
বল বল কুহকিনী, কে তুমি মতিয়া ?

২১

কে গো পারিজাত ?
পরিয়াছ রক্তবাস,
মুখে মৃদু রক্ত হাস,
রক্তাম্বরা রক্তাধরা রক্তে প্রতিভাত ;
কুন্তল শোভিত তাহে,
দেব দেবী তোমা চাহে,
নাহি গন্ধ, রূপে কর মরমে আঘাত ;
বল তুমি রূপবতি, কেগো পারিজাত ?

২২

কে তুমি বাকস্ ?
মৃদু শুভ্র বর্ণ ভাতি,
গন্ধে হৃদি রাখ পাতি,
পশে অলি চিত্তে তব, পূরিয়া সাহস ;
ভ্রমরে সোহাগ করে,
বীণাপাণি সমাদরে,
তোমায় সোহাগ ভরে আদরে তাপস ;
বলগো বাকস-বনে কে তুমি বাকস ?

২৩

কে গো হলুকশা ?
শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র কায়া,
হৃদয়ে বিষাদ ছায়া,
কুঞ্চিত সে তনুখানি যেন বা বিবশা ;
কাননে নাহিত ঠাঁই,
মাঠে শস্য মাঝে পাই
দরশন তব, মরি, কি দুঃখের দশা ;
বলহ দুঃখিনি, তুমি কে গো হলুকশা ?

২৪

কে রজনীগন্ধা ?
যামিনীতে গন্ধ ভার,
বিতর সুধার ধার,
সুষুপ্ত ধরণী, জীব নিদ্রিয়ায় বান্ধা ;
শুধু পিক কুহু বোলে,
ফুকারে তরুর কোলে,
সুগন্ধে অলির সনে করে তব ধান্ধা,
বলগো সুগন্ধবতি, কে রজনীগন্ধা ?

২৫

কে তুমি কেতকী ?
কণ্টক পাতায় অঙ্গ,
করেছে নিয়ম ভঙ্গ,
কুসুমে কণ্টক ! হায়, দরশে পাতকী ;
কণ্টক অঙ্গেতে মরি,
রেখেছ সুগন্ধ ভরি,
দানে না ফুরায় ঘ্রাণ রয়েছে এত কি ?
বল ওগো কণ্টকিনি, কে তুমি কেতকী ?

২৬

কে তুমি আতসি ?
হরিদ্রাক্ত কলেবর,
নাহি গন্ধ মনোহর,
তবু থাকে অলিবর তোমায় পরশি ;
প্রজাপতি ধীরে ধীরে,
তোমার ভবনে ফিরে,
কভু কাছে কভু পাছে ভরমে দরশি ;
বল বল ফুল্লময়ি, কে তুমি আতসি ?

২৭

কে তুমি পলাশ ?
শ্বেতাঙ্গধারিণি, বনে,
ফুটে আছ ফুল্ল মনে,
ভ্রমরে কাতরে হরে মধুরে পিয়াস ;
তুমি ত সুধার খনি,
তরু শিরে সুবদনী,
আছ, মধু গন্ধ তব হৃদে করে বাস ;
বল বল সুবদনি, কে তুমি পলাশ ?

২৮

কে ঝুমুকা লতা ?
নীল পীত নানা রঙ্গে,
শোভিত তোমার অঙ্গে,
ঝুমুকার সনে তব রয়েছে সমতা ;
সুবর্ণ কাণের দুল,
সুবর্ণ এ বনফুল,
সুবর্ণ জিনিয়া তব কান্তি কোমলতা ;
বল তুমি স্বর্ণময়ি, কে ঝুমুকালতা ?

২৯

কে তুমি কলিকা ?
হরিদ্রা মেখেছ গায়,
মরি কিবা শোভা তায়,
কাহার দুহিতা তুমি বলগো বালিকা ;
গাত্রেতে হরিদ্রা দিয়ে,
অলিকে করিতে বিয়ে,
উঠেছ তরুর কোলে তুমি সরলিকা ;
বলগো তরু দুহিতে, কে তুমি কলিকা ?

৩০

কে তুমি কিংশুক ?
আলো কর দশ দিক,
তোমার রূপের ধিক্,
নাহি গন্ধ ভাল মন্দ, নাহি মধু টুক ;
আপনা আপনি ফুটি,
আপনা আপনি টুটি,
ভূতলে চরণতলে হও ম্লান মুখ,
বল বল অভাগিনি, কে তুমি কিংশুক ?

৩১

কে তুমি টগর ?
শুভ্রবর্ণ উজলিয়া,
অঙ্গে পড়ে উছলিয়া,
শোভ তরু-বিপনীতে উদ্যান-নগর ;
গন্ধের নাহি ত পার,
অফুরন্ত সে ভাণ্ডার,
ঘ্রাণের সলিলে পূর্ণ হৃদয়-সাগর ;
বল ওগো শোভাময়ি, কে তুমি টগর ?

৩২

বিভুর বিভব,
মিলি সব সহচরী,
কানন আছ আবরি,
বিশ্বের বাসরে বুঝি করিছ উছব ;
এ বিশ্ব রাজত্ব যাঁর,
ফুলের বাগান তাঁর,
তাঁহারি মাহাত্ম্য ঘ্রাণে করিছ প্রসব ;
তোমরা গো হাস্যমুখি, বিভুর বিভব।

অশ্রু।

১

কে তোমরা ফুটিতেছ নয়নের কোণে,
বিন্দু কলেবর ;
একে একে আসি যুটি,
সলিল আকারে ফুটি,
গুটি গুটি করিতেছ নয়নে নিভর ?

২

হৃষ্ট হ'য়ে পুষ্ট দেহে মিলিয়া সকলে,
ধারা ব'য়ে যাও ;
আঁখিতে না হয় ঠাঁই,
দরদরে পড তাই,
হ'য়ে জল বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দাও।

৩

কণ-দেহে আঁখি-গেহে লইয়া আশ্রয়,
পড় উছলিয়া ;
তিতিয়া কপোল দেশ,
তিতিয়া বসন বেশ,
দুঃখের সলিলে আর্দ্র কর ক্ষুব্ধ হিয়া।

৪

হৃদয়ে করহ বাস তোমরা সকলে ;
বিষাদের ছায় ;
নয়ন সরসে এসে,
সলিলে সলিলে মিশে,
কি সাধে বিষাদে বল কর সিক্ত কায় ?

৫

দুঃখের সাগরগর্ভে অন্তরে উছলি,
এসেছ নয়নে ;
তরঙ্গে সলিল রূপে,
পড়িতেছ আঁখি কূপে,
অশ্রু নামে, হৃদয়ের দুঃখ বিনোদনে ।

৬

তোমরা বিভুর সেই শান্তির সলিল,
অশান্তি মোচন ;
বহ হৃদে শতধার,
নিবারিতে দুঃখভার,
শান্তিময় অশ্রুরূপে করেছে সৃজন ।

মেঘ।

১

অনন্ত গগনে হইয়া চঞ্চল,
তুমি জলধর খেল অবিরল,
হেরিতে সে শোভা বাড়ে কৌতূহল,
হ'য়ে যায় জ্ঞান হত ;
পটু চিত্রকর করিয়া যতন,
নীল পীত আদি বিবিধ বরণ,
আঁকে যথা চিত্র নয়ন রঞ্জন,
তব রূপ সেই মত।

২

হে নীরদ, যথা সৌন্দর্য্য তোমার,
আছে সেইরূপ করুণা অপার,
তব দয়া বিনা থাকেনা সংসার,
বাঁচাও জীবের প্রাণ ;
চাতক যখন তরু শির পরে,
যাচে ঊর্দ্ধমুখে সলিলের তরে,
তার দুঃখে মেঘ তুমি দয়া করে,'
জল-ধারা কর দান।

৩

শস্যপূর্ণ বলে' গর্ব্বিতা যে ধরা,
তুমি জলদানে করিছ উর্ব্বরা,
তাইত প্রসব করে বসুন্ধরা,
পবিমিত শস্য ফল ;
নাহি গর্ব্ব মনে নাহিত বিকার,
কার্য্যে দেখি তব সততা প্রচার,
সুস্থান কুস্থান না করি বিচার,
অকাতরে দাও জল।

৪

যে করেছে মেঘ তোমার সৃজন,
সে ত কভু নহে দয়ায় কৃপণ,
রাখিতে ধরায় জীবের জীবন,
তোমার উদরে জল ;
যাঁর সৃষ্টি ধরা, পাতাল, আকাশ,
তাঁরি সৃষ্টি তুমি, শূন্যে কর বাস,
তাঁহারি দয়ার করিছ প্রকাশ,
সিক্ত করি ধরাতল।

আমি কেন দোষী ?

১

মিছে কেন কর অপরাধী ?
তোমার আদেশ মত,
ভ্রমি ভবে অবিরত,
তোমারি সংসার মাঝে তব কার্য্য সাধি ;
তোমার অনুজ্ঞা মতে,
হে বিভো ! জগৎপতে !
তোমারি কার্য্যেতে হই বাদী প্রতিবাদী ;
তবে প্রভু মিছে কেন কর অপরাধী ?

২

দোষী কেন হইলাম আমি ?
তুমি ত র'য়েছ ধ্যানে,
তুমি ত র'য়েছ জ্ঞানে,
তুমিই রয়েছ মনে, কি দিবস যামি ;
অন্তরে তোমার বাসা,
হৃদয়ের তুমি আশা,
প্রেমময় ভালবাসা তুমি বিশ্বস্বামী ;
মিছে তবে দোষী কেন হইলাম আমি ?

৩

কি কারণে আমি দায়ী তবে ?
তোমার ইঙ্গিত মতে,
তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে,
বিচরি বিষাদে সুখে তোমারি এ ভবে ;
আমার কিছু ত নয়,
তোমার কার্য্যেতে ক্ষয়
করিনু মানব-দেহ অভাবে বিভবে,
বল নাথ ! কি কারণে আমি দায়ী তবে ?

৪

যা করাও আমি করি তাই ;
তুমি পরমাত্মা রূপে,
র'য়েছ হৃদয়-স্তূপে,
আমার ত ভাল মন্দ কিছু জ্ঞান নাই ;
কিবা পুণ্য কিবা পাপ,
সুখ, দুঃখ, অনুতাপ,
সকলি তোমার কার্য্য, ভোগে শুধু পাই,
তুমি প্রভু যা করাও আমি করি তাই।

৫

কেন কর নিমিত্তের ভাগী ?
যে পথ দেখাও ছলে,
অন্ধ হ'য়ে যাই চলে,'
দিনের আলোকে কিম্বা সারা নিশি জাগি ;
কুপথ সুপথ মানি,
চিন্তায় নাহিত আনি,
অশ্রান্ত গতিতে ভ্রমি তব কার্য্য লাগি ;
তবে নাথ, কেন কর নিমিত্তের ভাগী ?

৬

অন্তরে ত আছ নিরন্তর ;
এ দেহ-ভবন মাঝে,
নিরাকারে কে বিরাজে,
কে সাজে জীবনরূপে না হয় অন্তর ;
তুমিই ত দয়াময়,
সে ত আর কেহ নয়,
আমাকে ঘুরায়ে আন ভূধর প্রান্তর ;
তুমি বিভু, অন্তরে ত আছ নিরন্তর।

৭

তুমিই ত প্রবৃত্তি মানসে ;
যাহা হয় অভিলাষ,
আমায় করিয়া দাস,
সাধন করহ তাহা সরসে বিরসে ;
তুমি ত করহ কাজ,
দেহ মাঝে বিশ্বরাজ,
তবে কেন পাপ পুণ্য আমায় অরশে ?
রহিয়াছ তুমিই ত প্রবৃত্তি মানসে।

৮

নিরমিলে তুমি দেহ ঘর ;
তাহাতে করিয়া বাস,
পূরাও যা কর আশ,
আপন কার্য্যেতে তুমি এত স্বার্থপর ;
তুমি ইচ্ছা ইচ্ছাময়,
তুমি হৃদে জ্ঞানোদয়,
তুমিই আনন্দ, ভয়, সুখের নিঝর ;
তব লাগি নিরমিলে তুমি দেহ ঘর।

৯

দেহ-রাজ্যে তুমি রাজ্যেশ্বর;
এ রাজ্যের কেহ নই,
অনুচর আমি হই,
তোমার বিধানে কার্য্য করি নিরন্তর;
মিথ্যাবাদী নহি আমি,
জান তুমি অন্তর্যামী,
তোমারি কার্য্যেতে বাঁধা আছে কলেবর;
সাধের এ দেহ রাজ্যে তুমি রাজ্যেশ্বর।

১০

এ কেমন শঠতা তোমার?
আপন কার্য্যের তরে,
বাস কর দেহ-ঘরে,
সাধহ আমারে দিয়া কতই ব্যাপার;
আমার দাও যে দোষ,
বুঝিনা ত প্রেমতোষ,
প্রেমের ছলনা কত করহ প্রচার;
হায়, হায়! এ কেমন শঠতা তোমার?

১১

তোমার এ চাতুরী সকল ;
সহজে দুর্ব্বল মনে,
ভুলাইতে প্রলোভনে,
আকিঞ্চন কর সদা, কেমন কৌশল ?
আমি সেই লোভে ভুলে,
তোমার কার্য্যের মূলে,
অচেতনে পড়ে' রই, হইয়া বিকল ;
বুঝিলাম, তোমারি এ চাতুরী সকল।

১২

তুমি কর কার্য্যের সাধন ;
আমি ভোগি ফলাফল,
পাই সুধা হলাহল,
সুখ, দুঃখ, কি লাগিয়া, বিচার কেমন ?
আমারে নিষ্কৃতি দেও,
ভোগাভোগ তুমি নেও,
তব কার্য্যফল তুমি করহ গ্রহণ,
যে কারণে, তুমি কর কার্য্যের সাধন।

কাল আঁখি।

১

দিন আসে দিন চলে' যায়,
আঁধিয়ার নিশিটি পোহায় ;
দণ্ড, পল, অনুপল,
ব'য়ে যায় অবিরল,
ধরণীর গায়।

২

মুহূর্ত্তও বহেনা বহিয়া,
কি জানি, কেমন মূঢ় হিয়া ;
কি কারণে আসে যায়,
অন্বেষণ করে কায়,
স্বভাবে মিশিয়া।

৩

কাহার আদেশে সে যে বয়,
কাহার নিয়মে বাঁধা রয় ;
কি জানি কোথায় চলে,
পুনঃ আসি ধরাতলে,
নিয়মে উদয়।

৪

কেন আসে কেন যায়, ভবে,
ফিরে ঘুরে কি কারণে তবে,
কি জানি উদ্দেশে কার,
আসে যায় বার বার,
কি ঘোর আহবে ?

৫

কাহার আদেশে বিশ্বপুরে,
কাহার নির্দ্দেশ পথে ঘুরে,
চির কাল আসে যায়,
তারে না দেখিতে পায়,
দূরে কি অদূরে।

৬

নাহি যদি পায় দরশন,
তবে কেন ঘুরে অকারণ,
বৃথা ভ্রমি আয়ু ক্ষয়,
কেন বা করে সময়,
বুঝি না কারণ।

৭

বৃথা ভবে কে কাটায় কাল,
ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি হীন কাল,
নাহি তার হিত জ্ঞান,
ভ্রমিছে করিয়া ধ্যান,
বুঝি বিশ্বপাল।

৮

তাঁহারি আদেশে বুঝি চরে,
অনুখন বিশ্ব চরাচরে ;
দেখিতে ভবের কাজ,
রেখেছেন বিশ্বরাজ,
নয়ন গোচরে।

৯

বুঝিয়াছি ওগো বিশ্বপতি,
কাল আঁখি ধ'রেছ মুরতি,
সময়ের চক্ষু দিয়ে,
দেখ সদা নিরখিয়ে,
বিশ্বের দুর্গতি।

চির বিরহে।

(বনিতার প্রতি)

১

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
এ ভবের খেলা হলো বুঝি সায়,
বিভবের ভবে থাকা বড় দায়,
অরজি অযশ,
ইন্দ্রিয় অবশ
হইল, বিহ্বলে টলিলাম।
প্রাণাধিকে আমি চলিলাম।

২

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
আহা মরি, প্রিয়ে কেঁদে অবিরত,
দুদিন বিরহে সহিয়াছ কত,
থাকিও দেহেতে,
চির বিরহেতে,
আমি যে তোমারে ছলিলাম;
প্রাণাধিকে আমি চলিলাম।

৩

প্রাণাধিকে আমি চলিলাম !
মনে করো মম দুষ্ট ব্যবহার,
বহায়েছ আঁখে বৃথা অশ্রুধার,
সে ধার শোধিতে,
বাসনাটি চিতে
থাকিলেও, তাহে ত্যজিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৪

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !
জনমের শোধ দেখি একবার ;
স্বভাবে অভাব মু'খানি তোমার,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হীন,
আঁখি দুটি ক্ষীণ,
আবিল দরশে চাহিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৫

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম!
ক্ষমিও আমার অপরাধ যত,
ভুগিয়াছ কত, কষ্ট অবিরত,
কি করিব বল,
অদৃষ্টের ফল,
দোষী শুধু ভবে হইলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৬

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম!
ভার্য্যারূপে তোমা করিয়া গ্রহণ,
করিয়াছি দোঁহে ধর্ম্মের সাধন,
সাধনার ফলে,
পাপ-বিষ-জলে,
হায়, হায়! শেষে পড়িলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৭

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !
কি করিতে ভবে এসেছিনু হায়,
কি করিনু মোহে মোহিয়া মায়ায়,
অসার বন্ধনে,
জীবন নিধনে,
সে ধনে বিবশে ভুলিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৮

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !
এ বিশ্ব নরের পরীক্ষার স্থল,
পরীক্ষায় আমি হ'য়েছি বিফল,
জনম গোঁয়ানু,
ধরম খোয়ানু,
করম ভরমে মজিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৭৭ পৃষ্ঠা

৯

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
ভবেশের কাছে পরীক্ষাটি দিতে,
জনমি জগতে ছিল সাধ চিতে,
সে সাধে বিষাদ,
ঘটে পরমাদ,
কর্ম্মদোষে নাহি পারিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১০

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
তোমায় আমায় পাতা'নু সংসার,
কিন্তু দেখি প্রিয়ে সকলি অসার,
কার বা ভবন,
কার বা ভুবন,
দেহ মনে নাহি বুঝিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৭৮ পৃষ্ঠা।

১১

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
যাহারি হউক এ সংসার বাস,
তারি ধ্যানে মনে পূরাইও আশ;
ল'য়ে পুত্রধন,
হইও বিমন,
আমি অগ্রগামী হইলাম;
প্রাণাধিকে আমি চলিলাম।

১২

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
থাক কিছুদিন এ সংসার ধামে,
আশীর্ব্বাদ পুত্রে করো তাঁর নামে,
আশীষো তোমার,
বউমাকে আর,
আমি ত সবায় ভুলিলাম;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৭৯ পৃষ্ঠা

১৩

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম ;
রহিল সকলি যা কিছু আমার,
আমিই চলিনু জনমের পার,
আর দেখা হবে,
কভু না সম্ভবে,
জনমে মরণে মরিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৪

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
তুমি আমি ভেদ পুরুষ প্রকৃতি,
দোঁহে দোঁহাকার বিভিন্ন আকৃতি,
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়া,
আধা বাঁধা কায়া,
আধা ক্ষয়ে আধা রাখিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৫

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
এসেছিনু ভবে দুদিনের তরে,
সুখে দুঃখে যাই খেলা ধূলা করে,'
ফুরাইছে সব,
দেহ হবে শব,
কেশবে ত নাহি হেরিলাম ;
প্রাণাধিকে আমি চলিলাম।

১৬

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
পারনি সহিতে বিরহ দুদিন,
এখন রহিতে হবে কত দিন,
চির বিরহেতে,
রহিবে গৃহেতে,
ভাবিয়া অন্তিমে দহিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৭

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
যে দর্পেতে কাল কাটা'য়েছ ভবে,
আর কি তোমার সেই দর্প রবে,
পুত্র, বধূ আর,
লইয়া সংসার,
বুঝিয়া করিও, বলিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৮

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
যে ক'দিন ভবে রহিবেগো দেবি,
রাখিও যতনে বধূ-মাতৃ-দেবী,
মাতৃহীনা তিনি,
জনম দুখিনী,
পাগলের ভালে রাখিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৯

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
রহিল প্রফুল্ল, প্রফুল্ল-কুমার,
সে পাগল পুত্র তোমার আমার,
আমি যাই ফেলে,
তুমি রেখো ছেলে,
সবারে এবারে ভুলিলাম;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

২০

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
সংসারের খেলা, শিখা'ও যতনে,
বালিকা বধূরে, মধুর বচনে,
হিত উপদেশ,
কহিয়া বিশেষ,
সহিয়া থাকিতে, কহিলাম;
প্রাণাধিকে আমি চলিলাম।

২১

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
একাকিনী লহ সংসারের ভার,
শৈল, পুত্র, বধূ সহায় তোমার,
থাকিও সহিয়া,
সংসারে রহিয়া,
আমি এতদিন সহিলাম;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

২২

প্রাণাধিকে; আমি চলিলাম।
তুমি যে দুঃখিনী, দুঃখ ভোগিবারে,
ল'য়েছ জনম, এ ভব সংসারে,
তোমাকে সুখিনী,
করিতে পারিনি,
সে দুঃখে হৃদয় ভরিলাম;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

২৩

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
অর্থ দিয়ে তুষ্ট করিনি তোমায়,
অনর্থ ঘটা'য়ে হইনু বিদায়,
নাহি অন্য ধন,
কি দিব এখন,
প্রফুল্ল রতনে স'পিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

২৪

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
পুত্র-ধনে প্রিয়ে, হ'য়ে ধনবতী,
আয়ুষ্কাল ভ'রে থেকো তুমি সতী,
ফুরা'লে বসতি,
ভাবি বিশ্বপতি,
যেও, আমি যথা রহিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৮৫ পৃষ্ঠা।

২৫

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !
ত্যজিয়া চলিল সাধের ভবন,
হইয়াছে তনু বিষাদে মগন,
মনে পড়ে সব,
অভাব, বিভব,
আর ত রহিতে নারিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

২৬

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !
যাইব কোথায় তাহা নাহি জানি,
যেতে হবে বটে, শুধু এই গানি,
জানিনা নিদেশ,
কব কি বিশেষ,
কোন্ দেশ মুখে ধাইলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !

২৭

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
কে যেন ডাকিছে রহিয়া অদূরে,
কিছু নাহি বলে, যাব কোন্ পুরে,
ইঙ্গিতে কি কয়,
মনে বড় ভয়,
বুঝিতে ত নাহি পারিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

২৮

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
পলিত কেশেতে দেখাইছে পথ,
অদন্ত বদন কহিছে কি মত,
ধারণার বল,
হয়েছে বিফল,
জ্ঞানের শকতি হারিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

২৯

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
আমার বলিয়ে, ভেবেছি সংসার,
কিন্তু কেহ নাহি হলো তো আমার,
কায়ার সহিত,
সম্বন্ধ বিহিত,
এখন ত তাহা বুঝিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩০

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
আমার যা ছিল রহিল পড়িয়া,
তোমাদেরো আমি চলিনু ছাড়িয়া,
এ ভবের বাস,
হইল প্রবাস,
স্ববাসের দিকে ধাইলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩১

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
আমার ভাবিয়া ঘুরেছি প্রবাসে,
আমার কিছু ত নাহি এ আবাসে,
বিভব কাহার,
পুত্র পরিবার,
কার কাছে সবে রাখিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩২

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
জীবনে যাহারা হ'য়েছে আমার,
এখন তাহারা কেহ নাহি আর,
দেখেনা নয়নে,
অন্তিম-শয়নে,
আমি ত সকলে স্মরিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৮৯ পৃষ্ঠা

৩৩

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !
রহিল হেথায় নামটি আমার,
'কেহ' কবে যশ, কেহ বা ধিক্কার,
শ্রবণে তোমার,
বিষাদের ধার
বহিবে, তাহাও বুঝিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !

৩৪

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম !
যে কার্য্যে আমার ছিল অনুরাগ,
কাহারো সন্তোষ, কাহারো বিরাগ,
খ্যাতি অরজিতে,
সাধ ছিল চিতে,
এ জনমে তাহে হারিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩৫

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
ক্রমে সংজ্ঞা হীন হইতেছে দেহ,
এ ভবে আমার নাহি অন্য কেহ,
থাকিও নিকটে,
এ মৃত্যু-সঙ্কটে,
তোমায় বিষাদে ফেলিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩৬

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
প্রাণ শূন্য হবে হৃদয় আগার,
ডাকিও নিকটে কুমারে আমার,
ল'য়ে গঙ্গাজলে,
বদন বিহ্বলে,
সিক্ত করিবারে কহিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩৭

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
তুমি ও প্রফুল্ল প্রফুল্ল বদনে,
হরি-নাম-সুধা লইও যতনে,
করিয়া সিঞ্চন,
মানস রঞ্জন
করিও, জীবনে মারিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩৮

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।
লিখো হরিনাম হরিষ এ চিতে,
সে নাম সহিতে প্রাণ বিসর্জিবে,
হায়, হায়, হায়,
প্রাণ ফেটে যায়,
জীয়ন্তে বিরহে মরিলাম ;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৩৯

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম!
যে র'য়েছে অই দাঁড়ায়ে অদূরে,
চিনেছি তাহায় বিষাদে মধুরে,
সেই ত শমন,
করিবে দমন,
পাপী বলে' ভীত হইলাম।
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

৪০

প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম!
বিভুর চরণে লইনু শরণ,
করে'ছেন যিনি আমারে সৃজন,
তোমাদেরো তরে,
স্মরি বিশ্বরে,
মরণ-সময়ে মরিলাম;
প্রাণাধিকে, আমি চলিলাম।

১৯৩ পৃষ্ঠা

নিদ্রা।

১

কে গো মায়াবিনী তুমি
পশিলে অন্তরে,
বুঝিতে পারিনা হায়,
কি মোহে মোহিলে কায়,
চিত চিন্তা ভরে।

২

দেহ যেন প্রাণ হীন
পতিত শয্যায় ;
মিশাইয়া চিন্তা মনে,
তুমি ত দিলে স্বপনে,
শিহরি লজ্জায়।

৩

কি কুহকে ভুলাইলে,
ওগো কুহকিনি ;
জীবন্ত জীবেরে ল'য়ে,
খেল গো নিদয় হ'য়ে,
কেন বিদেশিনী ?

৪

কোথায় নিবস তুমি,
জানি না বিশেষ ;
কি জানি কি মন্ত্রবলে,
জীবেরে ভুলা'য়ে ছলে,
যাও নিজ দেশ।

৫

জীবেরে জীবনে মুগ্ধ
করগো মোহিনি ;
যখন তোমায় সেবি,
মনে ভাবি নিদ্রাদেবী
কালের সঙ্গিনী।

৬

কিন্তু কালে মোহে যবে
জীবের জীবন ;
মোহিয়া লইয়া যায়,
আর না ফিরায় তায়,
এ ভব-ভবন।

৭

বিচরিছে যত জীব,
এ অবনীতলে,
জীবনে জীবনে লীন,
হ'তে হবে এক দিন,
কালের কবলে।

৮

নিদ্রে গো, তোমার কোলে,
করিলে শয়ন ;
জানি না কি মন্ত্রবলে,
কত কি, স্বপন-ছলে,
দেখাও স্বপন।

৯

যাদুর কঙ্কাল বটে
মিথ্যার আধার ;
তুমি ওগো যাদুকরি,
মিথ্যাতে হৃদয় ভরি,
সত্যেতে প্রচার।

১০

ঢাক সত্য আবরণে,
 মিথ্যার শরীর ;
ভিখারী প্রাসাদে রয়,
ভূপাল ফকির হয,
 মরি কি ফিকির।

১১

যে হও সে হও তুমি
 ওগো মায়াবিনি ;
মানসের শ্রান্তিহরা,
মানসের শান্তি ভরা,
 মানস মোহিনী।

১২

দেখা'তে মৃত্যুর ছায়া,
 মানবের মনে ;
বুঝি নিদ্রে আবরিত,
করিয়া রাখহ চিত,
 বরিয়া স্বপনে।

১৩

যাঁহার আদেশে তুমি,
মোহিছ মায়ায় ;
বুঝি সেই মায়াময়,
কুহকে হ'য়ে উদয়,
সৃজিল তোমায় !



রামা মিতে।

১

এসেছিল বটে রামা মিতে !
কি জানি কি ছলে,
এসে গেল চলে,'
বিষাদের দাগা দিয়ে চিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে।

২

এসেছিল বটে রামা মিতে !
শুনিনু কোশলে,
ছিল না কুশলে,
লক্ষ্মণ ও সাথে ল'য়ে সীতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে।

৩

এসেছিল বটে রামা মিতে !
অরণ্য-বিহারী,
জটা-চীর-ধারী,
জগতের সে যে মাতা পিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে।

৪

এসেছিল বটে রামা মিতে।
ত্যজি রাজ্য ভার,
যাবে রাজ্য পার,
আবার কাহারে দেখা দিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে

৫

এসেছিল বটে রামা মিতে।
কত আরাধিনু,
কত যে সাধিনু,
গুহকের এই রাজ্য নিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে।

৬

এসেছিল বটে রামা মিতে।
হৃদয়-আসন,
কবি বিভূষণ,
চাহিলাম তারে অরপিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে।

৭

এসেছিল বটে রামা গিতে !
আমারে ভুলা'য়ে,
গেল সে পালা'য়ে,
কিবা জানি কোন্ অবনীতে ?
এসেছিল বটে রামা গিতে।

৮

এসেছিল বটে রামা গিতে !
ভব রাজ্য তার,
সে যে অবতার,
ভূভার হরণে উতরিতে ;
এসেছিল বটে রামা গিতে।

৯

এসেছিল বটে রামা গিতে !
কেন সে বাসিল,
কেন সে আসিল,
মানব চরিত আচরিতে ;
এসেছিল বটে রামা গিতে !

১০

এসেছিল বটে রাঙা মিতে !
চিনিয়া তাহায়,
বিকাইনু পায়,
হায়রে নারিনু পরখিতে ;
এসেছিল বটে রাঙা মিতে ।

১১

এসেছিল বটে রাঙা মিতে !
মিতালি করিয়া,
সে ধনে ধরিয়া,
পাইয়া হইল হারাইতে ;
এসেছিল বটে রাঙা মিতে ।

১২

এসেছিল বটে রাঙা মিতে !
সে ত জানে মন,
অন্তরে সে ধন,
নিবসে মানসে উজলিতে ;
এসেছিল বটে রাঙা মিতে ।

১৩

এসেছিল বটে রামা মিতে !
সে ত না থাকিল,
আমারে রাখিল,
নয়ন-আসার বরখিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে !

১৪

এসেছিল বটে রামা মিতে !
আর কি বাসিবে,
আর কি আসিবে,
গুহকের মন হরযিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে ।

১৫

এসেছিল বটে রামা মিতে !
পাইয়া তাহায়,
হারাইনু হায়,
কোথায় যাইব দরশিতে ?
এসেছিল বটে রামা মিতে ।

১৬

এসেছিল বটে রামা মিতে!
লুটাইয়া পায়,
অরপিনু কায়,
চরণ কণিকা পরশিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে।

১৭

এসেছিল বটে রামা মিতে!
সে দিল না পদ,
হইল বিপদ,
স্বপদে নারিনু হরষিতে ;
এসেছিল বটে রামা মিতে।

১৮

এসেছিল বটে রামা মিতে!
সর্ব্ব গুণধাম,
বিশ্ব-মিত্র রাম,
কেন হলো বাম আচরিতে ?
এসেছিল বটে রামা মিতে।

১৯

এসেছিল বটে রামা মিতে।
পূরি মনস্কাম,
মুখে অবিরাম,
রামনাম সুখে গাই গীতে;
এসেছিল বটে রামা মিতে।



আঁখি মুদিলে।

১

পাইব দেখিতে মুদিলে আঁখি ;
থাকিতে নয়ন,
দুষ্ট দরশন,
দরশনে তুমি দিবে গো ফাঁকি।
ভাবি নিরাকার,
বিশ্ব মূলাধার,
মানসে হেরিব মানসে রাখি ;
পাইব দেখিতে মুদিলে আঁখি।

২

সে দিন আমার কবে বা হবে ?
অন্ধ হ'য়ে যাব,
দরশে না পাব,
এ ভব বিভব এ ভাবে রবে।
ইন্দ্রিয় নীরব,
দেহ হবে শব,
শ্মশানে এ দেহ ফেলিবে সবে ;
সে দিন আমার কবে বা হবে ?

৩

কি জানি বিলম্ব কেন বা হয় ?
মানুষের মতি,
মানুষের পতি,
মানুষ নয়নে হ'য়েছে লয় ।
জানি না মানসে,
মানসে নিবসে,
অথবা বিবশে রহিয়া রয় ;
কি জানি বিলম্ব কেন বা হয় ?

৪

তখন ভুলা'তে নারিবে হরি !
সাধনের ধন,
হৃদয়-রতন,
হৃদয়ে লইয়ে যদি গো মরি ;
সাধ্য নাহি রবে,
বাধ্য হ'তে হবে,
আরাধ্য বোধনে রাখিব ধরি ;
তখন ভুলা'তে নারিবে হরি ।

২০৭ পৃষ্ঠা।

৫

জীয়ন্তে পারিলে ভুলা'তে তুমি ;
মরিব যখন,
ধরিব তখন,
আকাশ পাতাল খুঁজিয়া ভূমি ;
ধরি মরা ধনে,
বরি মরা মনে,
মরণে স্মরণে চরণে চুমি ;
জীয়ন্তে পারিলে ভুলা'তে তুমি।

৬

মরা স্পর্শে যদি থাকে গো ভয় ?
তবে এসো এসো,
জ্ঞান নেত্রে বসো,
হৃদি ক্ষেত্রে মারো হ'ওনা লয় ;
জীয়ন্তে নেহারি,
জীয়ন্তে বিহারি,
জীয়ন্তে তোমারি গাহিব জয় ;
মরা স্পর্শে যদি থাকে গো ভয় ?

৭।

জীয়ন্ত দেহে যে শকতি নাই ;
থাকিবে কেমনে,
ধরিতে সে ধনে,
সাকারে তোমারে দেখা কি পাই ?
তুমি নিরাকার,
ধরিব কাহার
চরণে, চরমে যাহারে চাই ;
জীয়ন্ত দেহে যে শকতি নাই।

৮

জীয়ন্ত থাকিতে চাহিনা আর ;
মরণের পারে,
শরণের দ্বারে,
দেখা যদি পাই সারাৎসার ;
সে আশা ছলনে,
মুদিতে নয়নে,
বাসনা মরণে করেছি সার ;
জীয়ন্ত থাকিতে চাহিনা আর।

মাতা পিতা।

১

মা, মা, বলে' কত ডাকিলাম,
বাবা বলে' কত হাঁকিলাম,
কারো দেখা আর,
বাবা কিম্বা মার,
পাবনা, বুঝিয়ে দেখিলাম ;
চুপ্‌টি করিয়ে থাকিলাম।

২

সারাটি রজনী জাগিলাম ;
মনে মনে ভারি রাগিলাম,
একাটি ফেলিয়ে,
গিয়েছে চলিয়ে,
বাবা, মা ; কাঁদিতে লাগিলাম ;
দরশন ভিক মাগিলাম।

৩

ক্ষোভের আগুনে দহিলাম ;
আসার আশায় সহিলাম,
মা কি আসিবে না,
ভাল বাসিবে না,
বাবার বাবারে কহিলাম ;
নিকটে দাঁড়ায়ে রহিলাম।

৪

উত্তর কিছু না পাইলাম,
সম্মুখে তাঁহার যাইলাম,
আবার অশেষ,
কহিয়া বিশেষ,
চরণের দিকে ধাইলাম,
পদ রজ কিছু খাইলাম।

৫

বৃদ্ধের নিকটে বসিলাম ;
গোপনে একটু হাসিলাম।
বুঝিয়া সে ভাব,
স্বভাবে অভাব,
মানসে মানসে শাসিলাম ;
বিরস মানসে নাশিলাম।

৬

ঘুম ভাঙ্গাইতে নারিলাম,
ডাকিয়ে ডাকিয়ে হারিলাম,
বয়সে স্থবির,
নিদ্রা যে গভীর,
শ্রবণ বধিরে ধরিলাম;
অঙ্গুলি পীড়ন করিলাম।

৭

এই বারে কথা শুনিলাম;
আপনাকে ধন্য মানিলাম,
"কৈলাস বাসিনী,
দুর্গতি নাশিনী,
মা গো!" কথা ক'টি শুনিলাম;
তাঁহারো মা নাই জানিলাম।

৮

আবার দাদারে বলিলাম;
কথার ছলনে ছলিলাম;
দাদাও ছলিয়ে,
"বাবা গো!" বলিয়ে,
হাই তুলে, আমি তুলিলাম;
আপন মনেরে দলিলাম।

৯

মাতা পিতা হীন হেরিলাম,
সবাই ; মরমে মরিলাম,
এ জগতে ছেলে,
পালায়েছে ফেলে,
সকলে, বিফলে স্মরিলাম ;
মা বাপের আশা করিলাম।

১০

জগত জননী ভাবিলাম ;
জগত পিতায় সেবিলাম,
পাইয়া সন্তোষ,
ঘুচে গেল রোষ,
আনন্দ সলিলে ডুবিলাম ;
মানসে মা বাপে ভাবিলাম।



মুক্তি।

১

আরাধনে! তুমি ডাকরে সে ধনে,
সাধনের ধন, অসাধ্য সাধনে, .
পরম পেরেমে গলি ;
মধুসূদনের মধু মাখা নাম,
মধুকণ্ঠ ভরি গাও অবিরাম,
জাগাও মনেরে ছলি।

২

এস আরাধনে, সাধনে সাজাই,
তব সনে পাপ মনেরে মজাই,
বাজাই বিজয় ভেরি ;
জয় জয় রবে সে বিভু চরণে,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দাও গো স্মরণে,
তরণে হবে না দেরি।

৩

মরণের কাল হইল নিকট,
পরণের ছাল হইল বিকট,
শকট দাঁড়ায়ে দ্বারে ;
নিয়ে যাবে শব শবাসনে তুলে,
শমনের দূতে, সদনের কূলে,
অনিত্য জনম পারে।

৪

পরিত্রাহি রবে ডাকিবি তখন,
'ত্রাহি ত্রাহি মোরে শ্রীমধুসূদন,
শমন সদনে মরি' ;
দুজনে মিলিয়ে করিবি চীৎকার,
বিজনে দেখিবি বিশ্ব মূলাধার,
সাকারে নয়ন ভরি।

৫

পড়িবি যখন কালের কবলে,
নারিবি উঠিতে দুজনে সবলে,
বিশ্ব বল ধরে ডাক ;
এই বেলা প্রেম-সুধা চেয়ে নাও,
সাধনার জোরে, যাহা কিছু পাও,
নশ্বর দেহেতে মাখ।

স্তোত্র।

১

জয় বিশ্বপতি,
হর গো দুর্গতি,
জয় জয় ভগবান ;
অনাদি কারণ,
অধম তারণ,
করুণা করহ দান।

২

জীবের জীবন,
বিপত্তি ভঞ্জন,
কলুষ বিনাশকারী ;
মরি কি কৌশলে,
পাল ভূমণ্ডলে,
কিছুই বুঝিতে নারি।

৩

ভূতলে পাতালে,
গগনের ভালে,
পর্ব্বত কন্দরে কিবা ;
সমুদ্রে উদ্যানে,
স্বরগে শ্মশানে,
তুমি আছ নিশি দিবা।

৪

এ ভব মণ্ডলে,
পলে অনুপলে,
যখন যে দিকে চাই ;
তব কার্য্য যত,
অপরূপ কত,
নয়নে দেখিতে পাই।

৫

স্বভাব সুন্দর,
তারকা নিকর,
রবি, শশী, গ্রহগণ ;
সকলে তোমার,
মহিমা প্রচার,
করিতেছে প্রতিক্ষণ।

৬

শ্রেষ্ঠ জীব করে,'
স্থজিয়াছ নরে,
জানিতে তোমার দয়া ;
কিন্তু অনুখন,
ভ্রান্ত কেন মন,
বুঝিতে পারিনে মায়া।

৭

কি বলিব আর,
হৃদি অন্ধকার,
জ্ঞানের আলোক বিনে ;
করুণা নিদান,
ওহে ভগবান,
সত্য জ্ঞান দাও দীনে।

সমাপ্ত।